শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী

নিবেদন

আমার লিখিত "তরুণ তরুণী" আর "নারী-প্রগতি" একই জিনিষ। কোনও অনিবার্য্য কারণে নামের পরিবর্ত্তন হ'ল মাত্র।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের চিরসহচর, সাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক **নারী-প্রগতি** সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। ইতি—

নাট্যকার

উৎসর্গ

যার পুণ্য-স্মৃতি লক্ষ্য করে' "নারী-প্রগতি" অঙ্কিত করেছি, আমার হৃদয়রাজ্যের একমাত্র রাজরাণী স্বর্গগতা সেই সতীলক্ষ্মী ৺ রাধাকুঞ্জ দাসীর উদ্দেশ্যে তা'ই উৎসর্গ করলুম।

প্রাণপ্রিয়ে! তোমার আবদার আমি কিছুই মেটাতে পারিনি। তুমি বহুদূরে—তোমার লাগাল আজও পেলুম না! তুমি যেখানেই থাক, একবার পড়ো, তবেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হবে। ইতি ঝুলনযাত্রা ১৩৪৩ সন।

তোমারই ভাগ্যহীন
স্বামী।

চরিত্র

পুরুষ

কুবের নাথ	... ...	নিঃসন্তান ধনী (কৃপণ)
বিদ্যাপতি (হাবু)	...	কুবের নাথের পোষ্যপুত্র
ধনপতি	... ...	বিদ্যাপতির শ্বশুর (ধনী কৃপণ)
মিঃ সেন্ Mr. Shanne (যতীশচন্দ্র সেন্)	...	দুশ্চরিত্র যুবক (বিলাত ফেরত)
শঙ্করা	... ...	ঐ ভৃত্য
বেহারী	... ...	জনৈক ঘটক
ছোকরা	... ...	জনৈক Compounder

যুবকগণ, বন্ধুগণ, পুরোহিত, বৈরাগী, রিক্সাওয়ালা,
পাহাড়াওয়ালাদ্বয় ইত্যাদি

স্ত্রী

সাবিত্রী	... ...	ধনপতির কন্যা (বিদ্যাপতির স্ত্রী)
শ্বেতাঙ্গিনী	... ...	সাবিত্রীর সই
মিস্ ডোভী Miss. Dowvi (কাদম্বিনী দেবী)	...	দুশ্চরিত্রা যুবতী
শান্তি	... ...	যতীশের প্রথমা স্ত্রী

যুবতীগণ, ঘটকীঠাকরুণ, ঘোমটাওয়ালীগণ, পিসীমা ইত্যাদি

নারী-প্রগতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

(মিস্ কে, ডোভীর বৈঠকখানা। সাইনবোর্ড "Diplomed Lady Doctor Miss K. Dowvi" "Wanted Passed Compounder." সময়—সন্ধ্যা। শঙ্করা টেবিল, চেয়ার, আয়না, হ্যাট্-ষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদি পরিষ্কার করিতেছে। মিঃ সেন্ ও মিস্ ডোভী সান্ধ্য-ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে)

শঙ্করা। কিমিতি মজার চাকরি! বেহারাকু বেহারা, খানসমাকু খানসমা, জুতা সেলাই ঠারু চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত কিছি মোর বাকী নাই। ধাইন তার দিয় সেথিব শঙ্করা। কহিবাকু লাজমাড়ুছি মেম্ সাইবর দিহ টিপি দিঁয়ে মু সেই শঙ্করা। খালি শঙ্করা, শঙ্করা, শঙ্করা! যিমিতি হয়াঙ্কু চৌদ্দপুরুষ কিনা গোলাম অছি! কঁড় করিমি, দিঠা পয়সা তো মিলুচি।

এই নিয়, মদ আনিবাকু, সোঠা পানি আনিবাকু, বরফ আনিবাকু, বাজার হাট করিবাকু, শঙ্কবা বিনা দস্তুরি ছাড়া কিছি কাম করু নাই।

(কি মজার চাক্‌রি ! বেয়ারাকে বেয়ারা, চাকরকে চাকর, বাবুরচীকে বাবুরচী, জুত সেলাই চণ্ডীপাঠ কিছুই আমার বাকী নাই ! যা'তে দাও, তা'তেই শঙ্করা ! বল্‌তে লজ্জা করে, আবার মেম্ সাহেবার পা টিপে দিতেও আমি সেই শঙ্করা ! শঙ্করা—শঙ্করা—শঙ্করা ! শঙ্করা যেন চৌদ্দ পুরুষের কেনা গোলাম ! কি করি, দু'ট পয়সা পাই তো। এই ধর, মদ আন্‌তে, সোডা আন্‌তে, মুরগী আন্‌তে, বাজার হাট ক'রতেও দস্তরী ছাড়া শঙ্করা কোন কাজই করে না !)*

(নৃত্য ও গীত)

শঙ্করারে তোর বরাত ভারি জোর।
সাইবঙ্কু ঠকিকি টঙ্কা রোজগার করিলু
মনরে দুঃখ নাহি তোর।
অছনিকা চড়িমি রেলকু জিনি ঘরকু
দেখিমি রসবতী মুখ মোর।
তানাগি নেমি মুগাপটা, পানবটা,
নুথ, দণ্ডিগোণা, পাটমঠা পিন্দিকি
চালিগলা খিনি দুসিব কেঁড়ে সুন্দর বঁধুবে মোর।
দেখিলা খিনি হাবড়ি পড়িম্বি
ভার্য্যার উপর মোর।

* পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত ব্রাকেটে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

(শঙ্করারে, তোর বরাত ভারি জোর।
[হ্যান্না হ্যান্না ধাই কিরি কিরি ধ্যান্না।]
যাইব কটক, চড়িব ঘোটক,
ধাই কিরি কিরি চুম খাব রসবতীর মুখ।
নাকেতে রসকলি, কোমরে শিকলি,
পাছা দোলাইয়া যায় প্রিয়সী মোর।
মনে হ'লে তারি কথা, পরাণে লাগে ব্যথা,
প্রিয়সীর লাগি নিয়ে যাব পাছাপেড়ে কাপড়।)

(সাহেব ও মেম্ বেশে যুগলে মিঃ সেন্
ও মিস ডোভীর প্রবেশ।)

মিঃ সেন্। মিস্ ডোভী, তোমার জন্য আজ Evening walk টা মোটেই ভাল হ'ল না। কেন বল দেখি তুমি এত তাড়াতাড়ি চ'লে এলে ?

মিস্ ডোভী। মিঃ সেন্, তুমি একটী আস্ত Fool ! আমার যে engagement রয়েছে ৭ টায়। (হাত ঘড়ি দেখা) ওহো no more ! বড্ড late হ'য়েছে ! তুমি যাও ভেতরে যাও। তোমায় যে ভাবে শিখিয়েছি মনে আছে ত ?

মিঃ সেন্। বটে ! আজই কি সেই engagement নাকি ?

মিস্ ডোভী। আবে Stupid ! আর তোমায় কত শেখাব ? (Diary book খুলিয়া) yes, to-day is our lucky engagement ! তুমি কি রকম বিলাত-ফেরতা ? ইংরেজের এটিকেট্ কিছুই

শিখ্‌তে পার নি! আমি India য় থেকে যা কপি ক'রেছি, তুমি বিলেত যেয়েও তা ক'রতে পার নি। এদ্দিন তো তুমি ভাল ক'রে নেক্‌টাই বাঁধতে পারতে না। ভাগ্যিস আমি শিখিয়েছিলুম। তোমার আচার-ব্যবহার দেখে প্রথমে মনে ক'রেছিলুম, তুমি বুঝি Europe এর কোনও প্রসিদ্ধ মাঠে গোচারণ ক'রতে! যাক্, এখন আর দেরী ক'রো না। যা যা ব'লেছি ঠিক ক'রে করো, শিকার যেন ফস্‌কে না যায়।

মিঃ সেন্। মিস ডোভী, তুমি যা ঠাউরেছ তা নেহাৎ মিথ্যেও নয়। আমি Woodland এর এক corner এ সত্যই তাই চরাতুম। কি করি, তুমি তো সবই শুনেছ। আমার কি আর পয়সা ছিল! এখান থেকে তো জাহাজের খালাসি হ'য়ে গিয়েছিলুম! যাক্ সে কথা, এস একটু চা পান করা যাক্। Boy, চা লিয়াও।

শঙ্করা। হুজুর মু বয় নুঁহে—ম্যান অছি। ছুয়া নুহে মুণ্ডটে মরদ অছি।
(আজ্ঞে আমি বয় নই—ম্যান।)

মিস্ ডোভী। Damn, Nonsence! জল্‌দি চা লিয়াও।

শঙ্করা। (স্বগত) হুকুম দব দিয়, গালি দৌছ কাঁহি কি!
(হুকুম দিবে দাও, গালি দাও কেন!)

মিঃ সেন। জল্‌দি যাও, Stupid!

[শঙ্করার কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে ভয়ে প্রস্থান।

(শঙ্করার চা লইয়া প্রবেশ)

শঙ্করা। চা আনছি, পিও।
(চা এনেছি, খান।) [প্রস্থান।

মিঃ সেন্। (চা পান করিতে করিতে) মিস্ ডোভী—my darling, তোমার policy দেখে আমার মনে ধিক্কার হ'চ্ছে !

মিস্ ডোভী। মূর্খ, আজ যা policy ক'রেছি, দশ হাজারের কমে ছাড়ব না। (হাত ঘড়ি দেখিয়া) যাও শীগ্গীর যাও, তা'দের আসবার সময় হ'য়েছে। (উভয়ের সিগারেট খাওয়া ও মিঃ সেনের প্রস্থান)

মিস্ ডোভী। (আপন মনে গান গাহিয়া) বড় লোকের ছেলে, তাতে পোষ্যপুত্র—আবার বোকা! দেখ্তে জানোয়ার তো জানোয়ার! দেখি ঘটক ব্যাটা কি করে। ঘটককে হাতে রাখতেই হবে। খায় খাবে দু'পয়সা! মিঃ সেন্ যদি গোলমাল না করে, তবে দশ হাজারের কমে কিছুতেই মেটাব না। তা হ'লে আমাদের এক বছরের খরচার নিশ্চিন্ত।

[ভিতরে প্রস্থান।

(বেহারী ঘটক পশ্চাতে সাহেব-বেশী বিদ্যাপতির ঘটকের হাত ধরিয়া ভয়ে-ভয়ে সন্তর্পণে প্রবেশ)

বেহারী। চ'লে এস, ভয় কি! এইতো সেই বাড়ী—সেই নম্বর—সেই সাইনবোর্ড। এখন এত ভয় ক'রছ, পরে মেম্ সাহেবকে নিয়ে ঘর ক'রবে কি ক'রে? সাহস ক'রে বুক ফুলিয়ে সাহেবী চালে চ'লতে শেখ, তা নইলে তোমায় সে পছন্দ ক'রবে কেন?

বিদ্যা। তা—তা হবে ঘটক মশাই। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে—একবারেই কি হয়। লেক রোডে (Lake Road) যখন মেম্ সাহেবের হাতে হাত দিয়ে গালে ইয়ে ক'রে—

বেহারী। চুপ্ চুপ্—ও কথা কি এখন ব'লতে আছে? তুমি কোন কথা কইবে না। কেবল সাহেবিয়ানা হাব-ভাব দেখাবে। যা ক'রতে হয়, আমিই ক'রব।

বিদ্যা। সে কি ঘটক মশাই, যা করবার আপনি ক'রবেন, আমি কিছু ক'রব না?

বেহারী। তা ক'রবে না তো কি—নিশ্চয় ক'রবে। বেড়াবে হাত ধ'রে, খাবে এক সঙ্গে, দু'জনে kiss ক'রবে।

বিদ্যা। সত্যই ঘটক মশাই, kiss ক'রবে! (স্ফূর্ত্তির হাস্য)

বেহারী। এই যে মিস্ ডোভী! মনে কিছু ক'রবেন না। আমাদের আসতে একটু লেট্ হ'য়েছে।

মিস্ ডোভী। তাইতো বলি, বাঙ্গালী সময়ের মূল্য বোঝে না!

(সিগারেট খাইতে খাইতে বাহিরে আগমন)

বিদ্যা। (স্বগত) মেম্ সাহেব সিগারেট খায় কি গো! (প্রকাশ্যে) হাঁ মশাই, মিস্ ডোভী কি?

বেহারী। অন্যায় হ'য়েছে, ক্ষমা ক'রবেন। (হাবুর প্রতি) তুমি ওসব বুঝবে না, মিস্ ডোভীকে বিয়ে ক'রে বিলেত যাও, আদব-কায়দা শেখ, তখন বুঝ্‌বে। এ যে বিলাতী এটিকেট্, বুঝ্‌লে! এখন ছোট্ট ছোট্ট বিলাতী ঢংএর নাম না রাখ্‌লে বর পছন্দই ক'রবে না। আবার বরের নামও এ রকম না হ'লে ক'নে পছন্দ ক'রবে না। খাঁটি বাঙ্গালী নাম ব'লতে এদের লজ্জা বোধ হয়।

বিদ্যা। (স্বগত) কি সুন্দর—কি মিষ্টি কথা, গাল দু'খানা যেন গোলাপ

ফুল! Kiss ক'রব নাকি? (প্রকাশ্যে) হাঁ মশাই, কাদম্বিনী দেবী যদি মিস্ ডোভী হয়, তবে আমায় কি ব'লে ডাকবেন্?

বেহারী। কেন, তোমার নাম বিদ্যাপতি, আমরা Mr. Knowledge Husband ব'লে ডাক্‌ব।

মিস্ ডোভী। বস্থন।

বেহারী। আজ্ঞে না, আমরা আর ব'সব না। এই বিদ্যাপতি বাবুকে নিয়ে এলুম, সাক্ষাতেই আপনাদের বিবাহের কথা পাকা হ'য়ে যাক্।

মিস্ ডোভী। বেশ—বেশ, তাতো হবেই। তবে কি জানেন, আমার একজন মাথার উপর—

বিদ্যা। (স্বগত) কই মাথার উপর তো কিছুই নাই!

বেহারী। তা বেশ আপনি তাঁকে ডেকে পাকা ক'রে নিন্। তিনি আপনার—

মিস্ ডোভী। আমার আপনার লোক, Guardian মাসী মা। তাঁকে একবার জিজ্ঞ'সা মাত্র। অবশ্য আমার কাজে তিনি বাধা দিতে পারেন না বা দেবেন না। তিনি আমারই অন্নে প্রতিপালিতা। তিনি সেকালের লোক, চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ পর্য্যন্ত দেখেন না। আপনি দেখ্‌লে আপনারও ভক্তি হবে, দিন-রাত ভগবানের নাম করেন। এমন সতীলক্ষ্মী আর হবে না! আমার আঁধার ঘর আলো ক'রে র'য়েছেন! তা হ'লে একবার ডাকি তাঁকে?

বেহারী। নিশ্চয় ডাক্‌বেন বই কি। এমন সতীলক্ষ্মীর দর্শনেও মুক্তি!

বিদ্যা। ঘটক মশাই, মাসী মাকে স্পর্শ করা যাবে না কি?

মিস্ ডোভী। মাসীমা ও মাসীমা! (উত্তর না পাইয়া) মাসীমা বড় লাজুক, সহজে কথা কন্‌না, কারু সাম্‌নে বেরোন না। মাসীমা—ও মাসীমা!

মিঃ সেন। (অন্তরালে) যাই মা, যাই।

(মিঃ সেনের গহনা, লালপাড় শাড়ী, পায়ে আল্‌তা পরিয়া স্ত্রী-বেশে ঘোম্‌টা দিয়া প্রবেশ। অপরিচিত লোক দেখিয়া জিভ কাটিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান, লজ্জাভিভূতা)

মিস্ ডোভী। দেখ্‌লেন আমার মাসীমাকে? ইনি কিরকম সাধ্বী সতী, পর পুরুষের মুখও দেখেন না। (কান্নার সুরে) দুঃখের বিষয়, স্বামী-স্ত্রীতে মিল নাই, বিয়ের পর থেকে আর স্বামীর মুখ দেখেন নাই, এই আমার মাসীমার কষ্ট! কিন্তু মেসো বাবু মাসীমাকে মনে মনে খুব ভালবাসেন।

বেহারী। সে কি রকম ভালবাসা? এই ব'ল্‌লেন, স্বামী-স্ত্রীতে মিল নাই, স্বামীর মুখ দেখেন নাই!

মিস্ ডোভী। তা বুঝি জানেন না, সতী স্ত্রীলোকের বিষয় আপনি আমি কি বুঝ্‌ব বলুন? আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি তাঁর স্বামী নাই —অথচ তাঁরা দিন-রাত স্বামী সেবা করেন, স্বামীকে খাইয়ে পরে খান। (মাসীমার ঘোমটা ঠিক করিয়া দেওয়া)

বিদ্যা। (স্বগত) সে কিরে বাবা!

মিস্ ডোভী। কেন, আপনি বিশ্বাস করেন না? ইনি যে স্বপ্নে সব

করেন, স্বপ্নে সব দেখেন! আমরা পাপ চক্ষে কি তা দেখতে পাই। যাক্ (মাসীমার প্রতি) মাসীমা, তুমি এত লজ্জা ক'রলে চ'লবে না বাছা। ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে দু'টি কথা কও, আমার বিয়ের প্রস্তাব কর, মা তো তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে স্বর্গে গেছেন। (উভয়ে গলা জড়াইয়া কান্না)

বেহারী। আহা আপনারা থামুন, চুপ্ করুন। এ সময় কান্নার সময় নয়, শুভ কাজে কি কাঁদ্‌তে আছে। কাঁদ্‌বেনই ত, পরে কত কাঁদ্‌বেন। (মাসীমার প্রতি করপুটে) দেবী—

মিঃ সেন। (করপুটে) দেবতা!

বেহারী। ধনবান কুবের নাথের পুত্র শ্রীমান্ বিদ্যাপতির সহিত আপনার বোনঝি শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবীর শুভ পরিণয় হবে, দিন ধার্য্যও হ'য়েছে, এখন আপনার অনুমতি হ'লেই—

বিদ্যা। (স্বগত) মাসীমার জোর বরাত! এমন মাসী মা আমাদের ভাগ্যে জোটে না!

বেহারী। আহা সতী লক্ষ্মী আপনি, দেবী—

মিঃ সেন। (করপুটে) দেবতা! (মিস ডোভীর সহিত পরামর্শ করণ)

বেহারী: স্বামী-পুত্র রেখে যাওয়াইত সতীর লক্ষণ. ক'জন তা পারে?

বিদ্যা। ঘটক মশাই, মেম্ সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে এই মাসীমাকে বিয়ে ক'রলে হয় না?

বেহারী। দূর মূর্খ, ইনি যে মাসী মা হন।

বিদ্যা। আমার তো মাসীমা নয়, স্ত্রী হবেন—তাতে দোষ কি? হুঁ। ঘটক মশাই, এরা কি জাত, ভাল জাততো, সমাজে চ'লবে তো?

বেহারী। তোমার জাতে কি দরকার, Love marriage এ জাতের বিচার নেই। সাধক চণ্ডীঠাকুর রামী ধোপানীকে বিয়ে ক'রেছিল জান না? প্রেম অন্ধ, যেদিকে নিয়ে যাবে, সেইদিকেই যাবে। পীরিত না মানে জাত বিচার! এ যে তোমাদের প্রেমের বন্ধন! জান না, এ যে সার্ব্বজনীন বিবাহ!

মিস্ ডোভী। ঘটক মশাই, আমার মাসী মা রাজী হ'য়েছেন। আগামী রবিবার দিন ধার্য্য হ'য়েছে বিয়ে এইখানেই হবে, খরচ যা হয় আমিই ক'রব। কেবল আপনি বর সঙ্গে আনবেন, জানেন তো, এটা Love marriage, আড়ম্বর শূন্য, প্রেমের বিয়ে।

বিদ্যা। (স্বগত) এরা খৃষ্টান নাকি! রবিবারে বিয়ে কেন?

বেহারী। বেশ বেশ—তাই হবে। দেখুন, আপনার মাসীমার গলার আওয়াজ এমন মর্দ্দাটে কেন?

মিস্ ডোভী। তা বুঝি জানেন না, এ মেসো বাবুর জন্য দিনরাত কেঁদে কেঁদে গলা ধ'রে গেছে। বলুন, বিরহ-যাতনা আর কত সয়? সতী লক্ষ্মী!—তাই স'য়ে আছে।

বেহারী। তা কাঁদ্‌বেন বই কি, কাঁদ্‌বারই কথা, আহা স্বামী—পর তো নয়! আচ্ছা, মাসীমার চলন, বলন, গড়ন, ঢং-ঢাং সবই যেন মর্দ্দাটে!

বিদ্যা। (স্বগত) গোঁফ দাড়ি নেই তো?

মিস্ ডোভী। দুঃখের কথা কি ব'লব ঘটক মশাই, তবু তো আমি মেজে-ঘসে সভ্যতা শিখিয়েছি। তা ছাড়া মেসোর জন্য ভেবে ভেবে উপস-বারব্রত ক'রে ঘন ঘন তারকেশ্বরে হত্যে দিয়ে শরীর আরও এমন

হ'য়েছে। বিরহ-ব্যাধি যার শরীরে একবার ঢুকেছে, সে দিন দিন ওজনে বাড়বেই তো! তা আপনি বুঝবেন না, পুরুষ মানুষ কিনা!

বেহারী। ঠিক্ কথা—আমরা কি বুঝ্‌ব, মেয়ে মানুষতো নই! তবে আমরা এখন আসি, নমস্কার।

বিদ্যা। হাঁ মশাই, মাসীমার নাকে নোলক নাই কেন?

[নানা ভঙ্গিতে বিদ্যাপতি ও ঘটকের প্রস্থান।

মিঃ সেন। (ঘোমটা খুলিয়া কোমর বাঁধিয়া) মিস্ ডোভী, হাতে হাত দাও, হাতে হাত দাও।

[Handshake করিতে করিতে প্রস্থান।

(হাসিতে হাসিতে শঙ্করার প্রবেশ)

শঙ্করা। আরে রাম রাম রাম! সাইব মাই কিনা সাজি থিলা। দেখিবাকু বেঁড়ে সুন্দর হইথিলা! অঁকর মতলব খণ্ড কঁড়। বর্ত্তমান পুরুষ মনস সবু নিস ছর হই বড় বড় কেসা রখিকি মাই কিনা পুনি দেমা যাউছন্তি। কিমিতি চিনিমি, মাই কিনা কি মরদ, হয়ে সবু না রমুছন্তি না হালা। কে, এম, দাস, আরে কে, এম, দাস এর তো চটিজুতা হালা। কিমিতি কে, এম, দাস হালা, মু কিছে বুঝ পারু নাই, যা পারি ভাই হউ মোর কিছে আইলা হালা। আপনা ভার্য্যাকু পর হাতরে দব কাঁই কি? শঙ্করা ছাড়িব নাই বাবা, সব্বু দেখিব, সবু শুনিব, শঙ্করা হাতরে সবু, জিব কোঁয়াড়ে—দেখে রহিবারে কঁড় করুচি। আরে ছি ছি! "মালো মা, কলা জামাই ভল লাগু নাই"।

(হারে, রাম রাম রাম ! সাহেব মেয়ে মানুষ সেজেছিল ! দেখ্‌তে কিন্তু বাহারই হয়েছিল। এদের মতলব কি ? আপনা স্ত্রী পরের হাতে দেবে কেন ? এ শঙ্করা ছাড়বে না বাবা, সব দেখ্‌বে—সব শুন্‌বে। শঙ্করার হাতেই তো সব ; দেখি রবিবারে কি করে। আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! (গান—"মাগো মা, কালো জামাই ভাল লাগে না ।")

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিব-মন্দির

(সময়—সকাল বেলা। সাবিত্রী ও শ্বেতাঙ্গিনী
শিব-পূজার উপকরণ সহ প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

হর গঙ্গাধর দিক্‌পতি-গতি বাঘাম্বর।
রজত কান্তি বিভাসিত স্মর-হর পাদহর॥
মঙ্গল-আলয় মহাদেব বিভু,
শান্তির আগার মহেশ্বর প্রভু,
মৃড় রুদ্র ব্যালমাল পরিধৃত কর্ণমূলে ধুস্তুর॥
বৃষভ-বাহন দেব বৃষাসন,
পঞ্চ বদনে ভীষণ গর্জ্জন,
পুরুষ প্রবল কালভয়-বারণ জয় জয় সর্ব্বেশ্বর॥

(শিব-পূজা শেষ করিয়া প্রণামান্তে উভয়ের
মন্দির হইতে বাহির হওন)

সাবিত্রী। (শ্বেতাঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া) সই, তুই বাবার কাছে কি বর চেয়েছিস, ঠিক বল্‌তো?

শ্বেতা। তুই যে বর চেয়েছিস্ সই, আমিও সেই প্রার্থনা ক'রেছি।

সাবিত্রী। আমি কি চেয়েছি—তা তুই কি ক'রে জান্‌লি?

শ্বেতা। সই, আমরা সমবয়সী, একসঙ্গে এতদিন বাস ক'চ্ছি. বিশেষ আমাদের অন্তর কি চায়, এ কথা কি তুমি আমি জান্‌তে পারব না? তবে আমি তোমার সই কিসের? তোমার ঐ মুখের ভঙ্গী, তোমার ঐ উজ্জ্বল চাতকিনীপ্রায় নয়ন যুগলের চাউনি তোমার অঙ্গের প্রত্যেক ভঙ্গী বলে দিচ্ছে, তুমি কি চাও। সই, আমিও তো তোমারই মত একজন, তোমার মত আকাঙ্ক্ষা, আশা, ভরসা নিয়ে দিন গুণ্‌ছি—কবে বাবা ভোলানাথ ভুল ভেঙ্গে দিয়ে সংসারে মানুষের মত মানুষ ক'রে দেবেন। স্ত্রীজাতির আর কি সাধনা থাক্‌তে পারে স্বামীর পদসেবা ভিন্ন? শিবতুল্য স্বামী কে না প্রার্থনা করে?

সাবিত্রী। সাধে কি বাবা আশুতোষ তোমার মত একজন সঙ্গিনী মিলিয়ে দিয়েছেন! তোমার গুণ আমি এক মুখে—

শ্বেতা। (সাবিত্রীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া) থাক—থাক্, আর বক্তৃতায় কাজ নেই। এখনই তোমার মুখে সুখ্যাতির ত্রিধারা বইবে—বান্ ডাক্‌বে, সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, হয়তো আমাকে শুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে যাবে, আর খুঁজেও পাবে না! তোমার চোখে বান্ ডাক্‌লে, আমি গরীব যে মারা যাব!

সাবিত্রী। তাই ভাবি,—তোর বিয়ে হ'লে, তুই তো কোথায় চ'লে যাবি। তোকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌ব সই? কেন, বিয়ে না ক'রলে কি নয়, দিন কি যাবে না? ভগবান সবই ক'রেছেন ভাল—

শ্বেতা। কেবল বিয়ের রীতিটাই ক'রেছেন মন্দ! সই, ভগবানের কোনও

দোষ নাই, তিনি সূক্ষ্ম বিচার করেন। জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি অনেক কিছু ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন—তিনি যে মঙ্গলময়।

সাবিত্রী। সই, জানিনা, ভাগ্যে কি আছে। তবে প্রাণে এই বিশ্বাস আছে—শিবপূজা কখনও বৃথা হবে না।

শ্বেতা। সই, ভাগ্যের বিচার আমরা ক'রব না। আমরা আমাদের সংসারের কর্ত্তব্য সাধন ক'রব, ফলাফল ভগবানের হাত। একটা সহজ কথা বলি শোন—মুটে মোট বয়, মজুরী করে, কিন্তু তা'দের পারিশ্রমিক একটা পাওনা নিশ্চয় ভগবান দেন। ভগবানে বিশ্বাস রাখ, কর্ত্তব্য সাধন কর—মজুরীর ভাবনা নেই।

সাবিত্রী। সই, তোকে ছেড়ে আমি কি ক'রে থাক্‌ব—তাই ভাব্‌ছি।

শ্বেতা। দু'দিন পরে সব সয়ে যাবে সই। মান্ধাতার আমল থেকেই এই নিয়ম চ'লে আস্‌ছে। পর আপনার হয়, আপনার জন আবার পর হয়। পুত্র-শোকাতুরা জননীও দু'দিন পরে পুত্রশোক ভুলে যায়!

সাবিত্রী। সত্যই সই, কোন্ অজানা, অচেনা একজন কে এসে এ হৃদয় অধিকার ক'রে ব'সবে—তাঁকে ভালবাস্‌তে হবে, প্রাণ দিয়ে তাঁকে সেবা ক'রতে হবে! দু'দিন পরে হয়তো আপনার জনের কথা মনেও থাক্‌বে না।

শ্বেতা। এই দ্যাখ্ না, বাবা তোকে পরের বাড়ী পাঠাবেন না ব'লে ঘর-জামাই খুঁজছেন। তোকে ছেড়ে তিনি বাঁচ্‌বেন না। প্রাণের কতদূর আবেগপূর্ণ স্নেহ! এ স্নেহও একদিন টুটে যাবে। যাক্, কথায় কথায় বেলা হ'য়ে গেল। চল, বাড়ী চল, বাবা হয়তো এখনই খুঁজতে আস্‌বেন। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ঘটকপাড়া লেন। সাইনবোর্ডযুক্ত দরজা

“পাত্র-পাত্রীর অনুসন্ধান আফিস”

প্রোঃ—বেহারী ঘটক

(রাস্তা দিয়া লোকজন যাতায়াত করিতেছে। ফেরিওয়ালাগণ ডাকিতেছে—“চিঁড়ের চাক্, ছোলার চাক্, মুড়ির চাক্।” ছেলেরা কিনিতেছে—খাইতেছে)

(ঘটকীসহ জনৈক লম্পট ছোকরার [butterfly গোঁফযুক্ত] প্রবেশ)

ছোকরা। দোহাই ঘটকীঠাক্রুণ, তোমার ছ'টী পায়ে পড়ি, ঐ মেমটাকে জুটিয়ে দাও। যদি না দাও, আমি আত্মহত্যা ক'রব—হাবড়ার পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ব, নয় মনুমেণ্ট থেকে লাফিয়ে প'ড়ব, তোমারই হাতে দড়ি প'ড়বে। দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, প্রাণ বাঁচাও, আমি যে বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে পারছি না! কেবলই ঐ মুখ মনে পড়ে, কেবল সেই গোলাপ ফুলের মত গায়ের রং, চঞ্চল নয়নের চাউনি, আর কাণে বাজে মধুমাখা সেই কথা। ঘটকীঠাক্রুণ, আমার যে মদনবাণে অন্তরটা ছেঁদা ক'রে ফেলেছে! সত্য মিথ্যা একবার বুকে হাত দিয়ে দেখ গো, হাত দিয়ে দেখ। (ঘটকীর হাত টানিয়া নিজের বুকে স্থাপন) আমি

যে সেদিন তা'কে একটা সাহেবের সঙ্গে হাত ধ'রে বেড়াতে দেখেছি লেকের ধারে। আজকাল লেকে (Lako) প্রেমের বান্ ডাকে নাকি ?

ঘটকী। ইস্, তাইতো বুকে যেন পাথর ভাঙ্গছে, জাহাজের পাখা চ'লছে, মটর গাড়ীর ইঞ্জিন চ'লছে, উড়ো জাহাজ চ'লছে! এখন উপায়? চল, ডাক্তারখানায় চল, একটা ওষুধ ফুঁড়ে দাও। তা না হ'লে তুমি যে এখনি দম আট্‌কে মারা যা'বে গো!

ছোকরা। না ঘটকীঠাক্‌রুণ! কিছুই ক'রতে হবে না, তুমি কেবল ঐ মেমটীকে একবার জুটিয়ে দেও, সব ভাল হ'য়ে যাবে। এ রোগ, রোগ নয়—অন্তরে খালি প্রেমের ঢেউ উত্‌লে উঠছে! ঘটকীঠাক্‌রুণ, একবার, একবার দেখাও তাঁকে, নইলে প্রাণে মারা যাব। হায়, হায়, আজ ক'দিন দেখিনি (সুর করিয়া) "একবার দেখা পাইনা কি প্রাণ তাকে। জল ফেলে জল আন্‌তে যায় কলসী নিয়ে কাঁকে।" ম'রে যাব, মাইরি ম'রে যাব, তুমি আমায় বাঁচাও। আচ্ছা, ওরা দু'জনই তো বাঙ্গালী, সাহেবিয়ানা ঢঙ্গে চলে, কিন্তু ওদের উভয়ের সম্বন্ধ কি বুঝতে পার, বিয়ে ত নিশ্চয় হয়নি ?

ঘটকী। (স্বগত। যা হোক একটু আশ্বাস দিই। (প্রকাশ্যে) তুমি এত ভাব্‌ছ কেন বল দেখি? শেষে পাগল হবে কি? তোমার এমন রূপ, এমন গুণ, এমন ভোমরার মত গোঁফ্, মেম তো মেম্—মেমের গোষ্ঠী শুদ্ধ তোমার রূপে বশ হবে। চল, আমি তোমায় যোগাড় ক'রে দিচ্ছি। Miss Dowvi না হয়, কত রাজকন্য, পরীকন্যা আছে—ভয় কি? ও তো বিলিতী মেম্ নয়—

বাঙ্গালী! ট্রামে, বাসে, রাস্তায়, বাগানে এইরূপ সম্পর্ক-বিহীন প্রণয়ী যুগল আজকাল ঢের দেখ্‌তে পাবে।

ছোকরা। তা হোক্ ঐটীই চাই—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সেই লেডি ডাক্তারকেই চাই। আমার চোখে যে আর কাউকে তেমন সুন্দর দেখ্‌ছি না ছাই। এ কেমন রূপসী, যেন একেবারে বিলাতি স্বর্গের কিন্নরি! তা ছাড়া ধর আমায় রোজগার ক'রতে হবে না। মেম্ নিজেই ডাক্তার, অনেক পয়সা আছে। না হয় আমি তার Boy হ'য়ে থাক্‌ব।

ঘটকী। (স্বগত) তা হ'লেই তুমি তাকে পেয়েছ! আর তোমার যে রূপ—ময়ূর-বিহীন কার্ত্তিক! নামেই মাত্র লোক দেখান সাইনবোর্ড, জীবনে বোধ হয় ডাক্তার হিসাবে কেউ কখনো ডাকেনি। (প্রকাশ্যে) তার জন্য ভাবনা কি, চল তোমার একটা হ্যাস্ত ন্যাস্ত ক'রে তবে অন্য কথা। কিন্তু আমার পাওনাটার কথা মনে আছেতো? ভাল কথা, তুমি Compoundery জান?

ছোকরা। হাঁ জানি বই কি। আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও তোমার পাওনা শোধ ক'রব। কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা দিয়ে মা কালীর পূজ দোব। তবে আমি এখন চ'ল্লুম।

[প্রস্থান।

ঘটকী। সর্ব্বস্ব ব'লতে তোমার আছেই বা কি দেবেই বা কি! ত্রিশ দিন তো পরের মোসাহেবী ক'রেই বেড়াও। ব্যাটা বামন হয়ে চাঁদ ধ'রতে চায়! মিস্ ডোভী তোর মত দশজন চাকর রাখ্‌তে

পারে ; কত বড় বড় কাপ্তেন তার পড়তা, কত হ্যাণ্ডনোট তার সিন্ধুক বোঝাই !

[প্রস্থান।

(আধ ময়লা ছোট ধুতি পরিয়া ফতুয়া গায়ে চাদর গলায় ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি। (কড়া নাড়িয়া) বেহারী ও বেহারী ঘটক, বাড়ী আছ হে, একবার শোন।

বেহারী। (অভ্যন্তর হইতে) আহা ছাড় ছাড় খরিদ্দার এসেছে। (দরজা খুলিয়া প্রবেশ) আজ্ঞে আপনি, তাকি জানি ছাই, আমার পরম সৌভাগ্য, আসুন—বসুন।

ধনপতি। নাহে—এখন বসবার সময় নয়। বল দেখি, আমার সাবিত্রীর বিয়ের সম্বন্ধ কি হ'ল ? আর তো ঘরে রাখা যায় না—বড় হ'য়েছে। গিন্নীর তাগাদায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি। মেয়ে কিন্তু বিয়ের জন্য ততটা ব্যস্ত হয়নি। যত গোল ক'চ্ছে ঐ গিন্নী। তা ঘর জামাই ঠিক্, কি বলহে ? পয়সাগুলি, গয়নাগুলি, শেষে মেয়ে শুদ্ধ পরে নিয়ে যাবে ? তার চেয়ে ঘরের জিনিষ ঘরেই থাক্‌বে। কেমন, ভাল নয় ? আমি মেয়ে শুদ্ধ জামাইকেও পুষব, তবু মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে পারব না বাবা।

বেহারী। আজ্ঞে নিশ্চয়। কেন পরের বাড়ী পাঠাবেন ?—এত কষ্টের পয়সা, এত আদরের মেয়ে পরকে দেবেন কেন, ঠিক কথা ! গিন্নীর মত হ'য়েছে তো ? আর সাবিত্রী তেমন বড়ই বা কি হয়েছে, আজকাল তো বড় মেয়েই সকলে চায়।

ধনপতি। বেহারী, তুমি না হ'লে আমার মর্ম্মব্যথা কেউ বুঝবে না। গিন্নির ষোল আনা মত হ'য়েছে, এখন তুমি দেখে শুনে একটী মনের মত বর এনে দাও।

বেহারী। তবে আর দেরী কেন। সেই ব'লেছিলুম, কুবের নাথের পুত্রের সঙ্গে আপনার সাবিত্রীর বিবাহ দিন, ঘর জামাই নিশ্চয় থাক্‌বে। আমি আপনার সব ঠিক ক'রে দোব। ঘর বর সবই ভাল, রাজীও হ'য়েছে তারা। আপনি বলুন, আজই কুবের নাথকে ডেকে নিয়ে আসি।

ধনপতি। বটে বটে! তা ছেলেটী দেখতে কেমন, লেখা পড়া কি রকম, আমার সাবিত্রীকে ভাল বাসবে কিনা? টাকা পয়সা নষ্ট ক'রবে না তো? ঘরজামাই থাক্‌বে তো?

বেহারী। নিশ্চয়। আপনার কন্যা আর আমার কন্যা কি প্রভেদ আছে? আমি কি তেমন ঘরে কাজ করি? বিশেষ আপনি ধনী লোক, আপনার অন্নে আমি প্রতিপালিত। ঘরের বরের তুলনা নাই। কুবের নাথের বাড়ী আছে পাঁচখানা এই কলকাতার সহরে। কোম্পানীর কাগজ আছে পঞ্চাশ হাজার টাকার। ছেলেটী রূপে-গুণে সমান। রূপে তো কার্ত্তিক ব'ল্লেই হয়। গুণের পরিচয় আর কি দোব, গীতা চণ্ডী তার উদরস্থ ও ঠোঁটস্থ—পরম ধার্ম্মিক! দিন-রাত শাস্ত্র আলোচনা নিয়েই তো আছে। বড় বড় পণ্ডিত তার কাছে হার মেনে যায়, আমি নিজে দেখেছি। আর B.A , M.A পাশ করা তো আপনার দরকার নয়, পয়সা আছে, পরের চাকরী তো ক'রতে হবে না, নিজের বিষয়ই দেখ্‌বে।

ধনপতি। ছেলেটীর গোঁফ আছে না কামান?

বেহারী। আজ্ঞে সবে গোঁফের রেখা দিয়েছে মাত্র।

ধনপতি। আচ্ছা, ছেলেটী সিগারেট খায় না বিড়ি খায়?

বেহারী। রাম রাম! সে সেরকম ছেলেই নয়। বিশেষতঃ সে "নেশা নিবারণী" সভার সভাপতি।

ধনপতি। অল্প-আহারী তো?

বেহারি। অজ্ঞে, সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত মাসে ১৫ দিন উপবাস করে। আর যেদিন খায়, এক ছটাক চা'লের ভাত দুবেলা, ঘি-দুধ তো তার অরুচি। মাছ-মাংস তো খায় না। বিশেষ "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" হ'ল তার প্রধান নীতি।

ধনপতি। জামা-কাপড় কি রকম পরে? সাহেব বাড়ীর জামা চাইনা তো?

বেহারী। আজ্ঞে না না। তবে ব'লছি কি,—সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত চলে, নামাবলী গায়ে দেয়, মাথায় টিকি রাখে, এত ছোট কাপড় পরে যে সময় সময় কাছা দিতেও কুলয় না!

ধনপতি। হ্যাঁ ভাল কথা, চুল ছাঁটে কি রকম, কাবলীদের মত না ব্যারিষ্টারদের মত ঘাড় কামায়?

বেহারী। আজ্ঞে না না, ও সব কিছুই নাই। সময় সময় মাথা মুড়িয়ে ফেলে। আর বেশী হয় তো ছ'মাসে একবার চুল ক্বাটায়। আপনার সে বিষয় ভাবতে হবে না, বাজে খরচ মোটেই নাই! আপনার পয়স নষ্ট করবে না, বরং দিন দিন কুবের নাগের পুত্র কুবের খানা ধনরাশিতে ভরপুর ক'রে দেবে।

ধনপতি। বেশ, বেশ. আমার মনের মতই হবে। তবে তুমি ঠিক ক'রে ফেল। একদিন যেয়ে তোমাতে আমাতে পাকা দেখা দেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌ব।

বেহারী। যে আজ্ঞে।

গৃহাভ্যন্তর হইতে গিন্নী চীৎকার করিতেছে :—

"বলি কোন্ চুলোয় গেলে গো, চিতের আগুণ জ্বল্‌বে না, পোড়া পেটে দেবে কি, বেলা যে হ'ল!"

ধনপতি। এ কে বেহারী, তোমার স্ত্রী বুঝি ?

বেহারী। কি আর ব'লব, বড়ই অভাবে পড়েছি। জানেন তো, পুরুষের হাতে পয়সা না থাক্‌লে কি কষ্ট! স্ত্রীর মুখ নাড়া, হাত নাড়া শেষ পা নাড়াও খেতে হয়!

ধনপতি। আরে আমারও যে ঐ দশা! তোমার পয়সার অভাবে আর আমার কপাল দোষে! ঐ রকম নাড়াচাড়া আমাকেও খেতে হয়। কি ক'রবে বল, ভাগ্যে যা আছে তাই তো হবে।

বেহারী। মশাই, গণ্ডাচারেক পয়সা দেবেন ? তা না হ'লে আজ হাঁড়িই চড়বে না।

ধনপতি। না না, আমি কি পয়সা নিয়ে এসেছি। পয়সা যেন গাছের ফল, চাইলেই হ'ল!

[প্রস্থান।

বেহারী। ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোকের কাছে এত অপমান! দাঁড়া, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

(কুবের নাথের প্রবেশ আধ ময়লা ছোট ধুতি পরিয়া,
ফতুয়া গায়ে চাদর গলায়)

বেহারী। এই যে আস্তে আজ্ঞা হোক।

কুবের। ওহে বেহারী—এই যে কি ব'লছিলাম, মেয়েটী দেখ্তে ভাল তো? মাথায় লম্বা চুল আছে না মেমেদের মত বাব্ড়ী আছে?

বেহারী। আজ্ঞে, আমরা ঘটক, সব রকমই হাতে রাখ্তে হয়, যে যেমন চায়, তাকে তেম্নই দিই। উপস্থিত আমার হাতে দু'টী মেয়ে আছে। দু'টীই রূপে-গুণে সমান। একটীর নাম সাবিত্রী অপরটী বিলাসিনী। দু'টীই ঘর-জামাই চাই। পয়সা অগাধ। যে বিয়ে ক'রবে, সেই সর্ব্বে-সর্ব্বা হবে। সাবিত্রী তো সাবিত্রী! সাবিত্রীর রূপ-গুণের কথা শাস্ত্রে যা আছে, তার কোনটাও এই সাবিত্রীর অভাব নাই।

কুবের। বাঃ বাঃ বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে! হ'লই বা ঘর-জামাই, ছেলে পয়সা তো পাবে, বিষয়ের মালিক তো হবে? মেয়ের বাপকে তো আর আমার ছেলে বাপ ব'লবে না। গিন্নী তো না বিইয়েই কানাইএর মা হ'য়ে স্বর্গে গিয়ে ব'সে আছেন! তার পরেরটী বিলাসিনী কেমন—বার বিলাসিনী নয়তো?

বেহারী। আজ্ঞে না, তবে সেটি Love marriage, Civil marriage আরও কি বলে, তা ক'রতে রাজী আছে, যদি তেমন সাহেবী ঢংএর বর পায়। অবশ্য বিবাহ-বিধি আট রকম আছে। বিবাহের আগেও—

কুবের। সে কি হে? বিয়ের আগেই বিয়ে!

বেহারী। আজ্ঞে, তাতে কোন দোষ হয় না। হিঁদুয়ানীর পুরোণো ঢং

আর চ'লবে না। দেখ্ছেন না, দুনিয়ার সবই নয়া নয়া ঢংএ চ'লছে, পুরোণোর আর আদর থাকবে না।

কুবের। পুরোণো চা'লের দর বেশী, পুরোণো ঘির দর বেশী, পুরোণো সবই তো ভাল। তুমি কি ব'লছ, বুঝতে পারছি না।

বেহারী। আর বুঝে কাজ নাই। আপনার তো আর এই রকম শিক্ষিতা ক'নে চ'লবে না। Love marriage ও হবে না, Courtship ও হবে না। তবে ক'নে কিন্তু বিদ্যেয় সরস্বতী, গানে, নাচে, বক্তৃতায়, চাল-চলনে—

কুবের। এঁ্যা, তুমি যে আমায় অবাক ক'রে দিলে। গানে নাচে কি হে! গৃহস্থ ঘরের বউ—নাচ্বে কিহে? ঠাকুরদের গান না হয় ক'রতে পারে, তা ব'লে নাচ্বে? তবে আর থিয়েটার, খেমটা নাচ, বাই নাচ, রয়েছে কেন?

বেহারী। আজ্ঞে, ও সব না জান্লে ত'াদের বিয়েই হবে না! কলেজের পাশ করা তো চাই-ই, নাচ-গানেও মেডেল পাওয়া চাই, খবরের কাগজে তাদের নাম থাকা চাই, তবে তো তাদের বড় Family তে বিয়ে হবে। আর নব্য কলার থিয়েটার বায়স্কোপের নাচ-গান শুনেই তো দেশের এ দুর্দ্দশা হ'ল! সৎ শিক্ষা দূরের কথা, কুশিক্ষাই বেশী!

কুবের। না বাবা, এমন দস্যি মেয়ে চাই না! তুমি সাবিত্রীকেই ঠিক ক'রে ফেল। স্ত্রীলোকের শোভা চুলে, পুরুষের শোভা গোঁফে, তা থাকবে না! মেয়েদের এক পীঠ চুল থাকবে—পা অবধি ঝুলে পড়বে, গোল গাল গড়ন হবে, পটল চেড়া চোখ হবে, গোলাপ-রঞ্জিত

অধর-ওষ্ঠ হবে, ললাটে সিন্দুর সুশোভিত হবে, হাতে নোয়া, লাল কস্তা পেড়ে শাড়ী পরবে, তবে তো হিঁদুর ঘরের সতী লক্ষ্মী মানাবে। এ্যাঁ তা নয়, উল্টো বিচার! আরে হ'ল কি? কলির ছোঁড়া-ছুঁড়ী গুলো ক্ষেপে উঠ্‌ল নাকি? যতই কর বাবা, পৃথিবী গোল—ঘুরে ফিরে ধাক্কা খেয়ে আবার এইখানেই আস্‌তে হবে! এই পুরোণো মান্ধাতার নিয়মই সকলকে মান্‌তে হবে। ঋষিবাক্য বৃথা হবে না। ভাল কথা, দিনরাত ইজি চেয়ারে ব'সে নভেল নাটক প'ড়ে কাটাবে না তো? চোখে চস্‌মা দিয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে ট্রামে বাসে স্বাধীন ভাবে বেড়াবে না তো? রান্না-বান্না ক'রবে তো? ঘর-কন্নার কাজ জানে তো? গুরুজনদের মান্য ক'রবে তো? তাঁদের দেখে ঘোম্‌টা দেবে তো? আমি বাবা গৃহস্থ-পোষা সেকেলের লোক, আমি এরকম লক্ষণযুক্তা বউ চাই।

বেহারী। আজ্ঞে, এখন আর সেকাল নেই। কালের পরিবর্ত্তন ঘটেছে, রুচি বদ্‌লে গেছে। আজকাল আবার Widow marriage অর্থাৎ বিধবা বিবাহ তো ঘরে ঘরেই হ'চ্ছে। তা ছাড়া আবার সার্ব্বজনীন বিবাহ অর্থাৎ জাতি নির্ব্বিশেষে এমন কি সম্পর্ক নির্ব্বিশেষে ও নানা সমাজে বিবাহ চ'লছে। বেঁচে থাক্‌লে আরও কত কি দেখ্‌বেন, সবে তো কলির সুরু! আর পুরোণো চা'ল ভাতে বাড়ে না এখন! তবে আপনার সাবিত্রী সাবিত্রী সমান, সতীলক্ষ্মীর কোনও অভাব হবে না।

কুবের। শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশে কাজ নেই বাবা! ঠন্‌ঠনের চটী, এই পিরাণ আর পাড়ার জোলাদের কাপড়ই যথেষ্ট। পরদেশীর অনুকরণ ক'রে দেশের বা সমাজের সর্ব্বনাশ ক'রতে যাব কেন? তা'রা কি

আমাদের অনুকরণ করে? দেখ বেহারী, বড় ঘরের বা শিক্ষিত ঘরের মেয়েরা যা করে, তাতেই মানাতে পারে, কিন্তু গরীবের ঘোড়া রোগ কেন বাবা! বড়র আর শিক্ষিতার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের গরীবেরও চাল বেচাল হ'ল, আমরা গরীব যে মারা যাই! না বাবা, তুমি আমার সাবিত্রীকেই ঠিক ক'রে দাও, আমি চাইনা এমন শিক্ষিতা। তাদের বাজে খরচ যোগাবে কে? সার্ব্বজনীন পূজাই দেখেছি, সার্ব্ব-জনীন বিবাহ তো কখনও দেখিনি বাবা!

বেহারী। চলুন, চলুন, আমরা যাই, ঐ দেখুন একদল যুবক-যুবতী এদিকে আসছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে যুবক-যুবতীগণের প্রবেশ। নানা প্রকার সাজ-পোষাক, নানা প্রকার চুল ছাঁটা, নানা প্রকার গোঁফ যুক্ত, হালফ্যাসানের নানা ঢং। কাহারও বই হাতে, কাহারও ব্যাগ হাতে, কাহারও ছড়ি হাতে, কাহারও চোখে চশমা ইত্যাদি।)

(নৃত্য-গীত)

সকলে। আমরা শিখেছি Etiquette নিখুঁৎ Europian.
চাই নাকো পুরোণো চাল হিঁদুয়ানী কিম্বা মুসলমান।
যুবকগণ। Take Hat, Coat, Nectie. Pant, Boot,
যুবতীগণ। Lady's Cap, Body, Gown, Hand bag, Suit.

সকলে। Do Smoking, Speaking, Walking,
Dancing, Singing and Swimming.

যুবকগণ। চড় ল্যাণ্ডো জুড়ি Body guard.

যুবতীগণ। Do Cycling, Driving Motar car.

সকলে। Damn care old Fashion সাবিত্রী আর সত্যবান।

যুবকগণ। Dine-at Firpo, Peliti, Great Eastern,
Continental, Bristol, Hotel De Grand.

যুবতীগণ। Buy From White-away Laid law & Co.
Francis, Harrison and Hathaway too.

সকলে। Do Racing, Gambling, Carnival and Loittering.
পৃথিবী ঘুর্‌ব মোরা চ'ড়ে আকাশ যান্।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ধনপতির বৈঠকখানা

(সময়—সকাল বেলা, শ্বেতাঙ্গিনী গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

কেনরে পাষাণ মন ভাবনা তারে ?
যে করে ভাবনা দূর ভাব তারে অন্তরে !
যে হয় সে হয় ভাগ্যবিপর্য্যয়, সদা ভাব তাঁরে হ'য়ে নির্ম্মল হৃদয়,
ভাগ্য ফলাফল রাখি' অন্তরে, অন্তরে তাঁরে রাখ ধ'রে।
ব্যথার ব্যথী হ'য়ে ব্যথাহারী, তাপিত হৃদয়ে দিবে শান্তি-বারি,
ঘোর তিমির-নিশা যাবে দূরে, দিব্য জ্যোতি ফুটিবে আঁধারে।

বিয়ে বিয়ে বিয়ে ! মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছি, বিয়ে ক'রতেই হবে। শিবের মত বর সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু কর্ম্মে যা আছে তাইত হবে।

(ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি। তুই কি ভাব্‌ছিস শ্বেতা, বল্‌ত ?

শ্বেতা। আমি ভাব্‌ছি বাবা—আমার নাম শ্বেতাঙ্গিনী হ'ল কেন ? আমি তো কালো।

ধনপতি। বড়ই সমস্যায় ফেলেছিস মা। শ্বেতা, তোর গায়ের রং কালো বটে, কিন্তু তোর গুণ যে সত্য সত্যই শ্বেতাঙ্গিনীর ন্যায় মা। এ গুণের নাম, রং এর নাম নয় শ্বেতা !

শ্বেতা। মিথ্যা কথা। আমার কি গুণ আছে যে মা সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা ক'চ্ছেন ? বিশেষত যদিও কোন গুণ থাকে আমাতে, তাও আমি বিশ্বাস করিনা, সে তো পরের কথা ; গুণের পরিচয় পাওয়ার আগেই যে আমার নাম রেখেছেন শ্বেতাঙ্গিনী। এ গুণের নাম নয় বাবা, আদরের নাম। আমি বুঝেছি, আমাকে না তাড়িয়ে আর ছাড়বেন না।

ধনপতি। পাগলি ! তোকে কি আর ছাড়তে পারি, তুই যে আমার আঁধার ঘরের মাণিক ! ভাল কথা, আজ তোকে দেখ্‌তে আস্‌বে, এখনি আস্‌বে।

শ্বেতা। কেন, আমার কি হ'য়েছে ! কে দেখ্‌তে আস্‌বে বাবা ?

ধনপতি। ছ্যাখ্, সাবিত্রীর তো এক প্রকার বর ঠিক ক'রেছি। তোকে এখন দেখে শুনে দিতে পারলেই আমার দায়িত্ব লাঘব হয়।

শ্বেতা। ওঃ আমার বিয়ের বর আস্‌বে আমাকে দেখ্‌তে। বেশ তো আসুক না, দেখুক না, ভালই তো হয়। বিয়ে তো ক'রতেই হবে। সইয়ের হবে আর আমার হবে না ?

ধনপতি। তা মা, তুই বড় সর হ'য়েছিস্, লেখাপড়া শিখেছিস্, নিজেই পছন্দ ক'রে নে মা !

(জনৈক যুবক ও ঘটকের প্রবেশ)

বেহারী। ধনপতি বাবু বাড়ী আছেন কি ?

ধনপতি। এই যে বেহারী, এস এস, ব'সো।

(শ্বেতাঙ্গিনী ব্যতীত সকলের উপবেশন)

এই আমার পালিতা কন্যা শ্রীমতী শ্বেতাঙ্গিনী, যার কথা আপনাকে সে দিন ব'লেছিলুম। পালিতা হ'লেও জানবেন, আমার সাবিত্রীর চেয়েও অধিক আদরের।

সুরেশ। তোমার নাম?

শ্বেতা। শ্বেতাঙ্গিনী।

সুরেশ। কৈ, নামের পূর্ব্বে শ্রী ব'ললে না?

শ্বেতা। শ্রী কি বিশ্রী তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছেন।

সুরেশ। ঠিক কথা, চালাক বটে। আচ্ছা, তুমি তো কালো, তোমার নাম শ্বেতাঙ্গিনী হ'ল কেন?

শ্বেতা। নামের দায়ী আমি নই—মা বাপ।

ধনপতি। ওহে বাবাজী, এ রংয়ের নাম নয়—গুণের আদর।

বেহারী। সত্যই তো গুণের আদরই আদর। আম গাছে আম ফলে, সব আমেরই কি আদব করে? মাকাল ফল দেখ্‌তে সুন্দর, ভিতরে ছাই। পলাস ফুল সৌরভবিহীন কিন্তু দেখ্‌তে সুন্দর, তেমন মানুষেরও তাই।

সুরেশ। তুমি গান-বাজনা জান?

শ্বেতা। জানি।

বেহারী। তা না হ'লে কি শুধুই শ্বেতাঙ্গিনী।

সুরেশ। নাচ্‌তে জান?

(সিগারেট খাওয়া এবং ঘটক ও ধনপতির বিরক্তি প্রকাশ)

শ্বেতা। মাপ ক'র্‌বেন। শুনেছি আপনি ম্যাট্রিক পাশ। পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণী। আপনার উপযুক্ত পাত্রী আমি নই। আপনি গান-বাজনা জানা নাচওয়ালী পাত্রী চাচ্ছেন, এই পঞ্চাশ টাকার কেরাণীর পাত্রী কি হওয়া উচিত, তা আপনিই বুঝে দেখুন? আমাকে বিবাহ ক'রলে আপনাকে রাঁধুনী রাখ্‌তে হবে, আমাকে খাওয়াতে-পরাতে হবে, আমার নাচ-গানের উপযুক্ত সরঞ্জাম দিতে হবে। পঞ্চাশ টাকায় আপনি কোন্‌টা ক'র্‌বেন বলুন দেখি? আপনি রাজী হ'লেও আমি এ বিবাহে রাজী নই। আমি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা ক'রতুম, হয় তো বিবাহও ক'রতুম, যদি আপনি আমাকে ঘরকন্নার রান্নাবান্নার পরীক্ষা ক'র্‌তেন। আপনি অশিক্ষিত অন্ততঃ আমার অনুপযুক্ত পাত্র। হ্যাঁ, আর একটা কথা ব'লে রাখি, শিখে রাখুন, আধুনিক সমাজের নিয়মে, আগে মেয়েরাই বরকে পরীক্ষা ক'রে তবে বিবাহ ক'রবে।

[প্রস্থান।

ধনপতি। তবে অনুগ্রহ ক'রে আপনারা এখন আসতে পারেন। গান-বাজনার আড্ডায় গিয়ে নাচনাওয়ালী মেয়ে খুঁজুন। জান্‌বেন—এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। তুমি বাট্‌না বাঁটতে পার? আমার মেয়ে গান-বাজনা ক'রবে কখন? ছেলেপুলে হলে নেবে কে—তুমি?

[ঘটক ও বন্ধু অবাক্ হইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—মিস্ কে, ডোভীর বৈঠকখানা

"Wanted passed Compounder"

(রাত্রি—৮টা, চাপরাশী-বেশে শঙ্করা বৈঠকখানার সাজ-গোছ করিতেছে। ফুলের তোড়া সাজাইতেছে, মনে মনে গুণ্ গুণ্ স্বরে গান করিতেছে,—"মালো মা, কলা জামাই ভল লাগু নাই !")

(মাগো মা, কালো জামাই ভাল লাগে না !)

(শাড়ী পরিধান করিয়া মিস্ কে, ডোভীর প্রবেশ)

ডোভী। শঙ্করা !—

শঙ্করা। আজ্ঞা, কঁড় হুকুম করুচ।

(জি হুজুর, মেহেরবান্ হুকুম।)

ডোভী। Whisky এনেছিস্ ক' বোতল ?

শঙ্করা। (মদের বোতল গণনা করিতেছে, বোতলের আওয়াজ হইতেছে)

ডোভী। Stupid থাম্, বুঝেছি ! যা যা ব'লেছি, সব ঠিক আছে তো ?

শঙ্করা। (সেলাম পূর্ব্বক) শঙ্করার কেতে বেড়ে কৌ কামরে ভুল দেখিছ দিদিমণি ! শঙ্করাকু খাই থির দব সেথের লাগিব ভল। এই নিয়, ঝোলরে দিয় বা আম্বিড়রে দিয় বা মাংসরে দিয় সেথেরে শঙ্করা গোল আলু অছি !

(শঙ্করার কি কখনও ভুল দেখেছ দিদিমণি ! শঙ্করাকে যাতে দিবে, তাতেই লাগ্‌বে ভাল। এই ধর—ঝোলে দাও, অম্বলে দাও, শাকে দাও, মাংসে দাও—)

মিস্ ডোভী। ভারি ব্যাটা রাঁধিয়ে ! আমি কি তোকে রাঁধবার কথা ব'ল্‌ছি Stupid, গাধা, উড়ে ম্যাড়া !

শঙ্করা। ফুনি সেই কথা ! এতে দিন শঙ্করা তম পাখরে অছি তুম অন্ন খাউছি তুমে আজি শঙ্করাকু ভল করি চিনি পারল্ নাই দিদিমণি এই দুঃখ। তুমর ঠাররে শঙ্করা সবু বুঝছি।

(ঐ সেই কথা ! এদ্দিন শঙ্করা তোমার কাছে আছে, তোমার অন্নে প্রতিপালিত হ'চ্ছে, তুমি আজও শঙ্করাকে ভাল ক'রে চিন্‌লে না দিদিমণি, এই দুঃখ ! তোমার ইসারা শঙ্করা সব বোঝে।)

মিস্ ডোভী। হুঁসিয়ার, আজ যদি ঠিক্ ক'রে কাজ ক'রতে পারিস্, মোটা বক্‌সিস্ পাবি।

শঙ্করা। নিশ্চেই, নিশ্চেই। সবু ঠিক করি কিরিমি। নাই কঁড় ? দরকার হেলে পুলিশ সাজিমি, ডর কঁড় ? তুম লাগি দিদিমণি মু জীবন দেঁইপারে !

(নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিক ক'রে ক'র্‌ব। দরকার হ'লে পুলিশ সাজ্‌ব— ভয় কি ! তোমার জন্য দিদিমণি, প্রাণ দিতেও পারি।)

মিস্ ডোভী। (হাতঘড়ি দেখিয়া) বাঙ্গালী অশিক্ষিত, সময়ের মূল্য কি জান্‌বে ! হয়ত পাঁজি-পুঁথি দেখ্‌বে, তিথি-নক্ষত্র গুণ্‌বে—তবে বেরুবে। আমাদের বাঙ্গালীর অবনতির কারণই হ'চ্ছে ঐ পাঁজি-পুঁথি আর হুঁকো কল্কে ! বেরোবার মুখেও একবার ধূম-যাত্রা না ক'রে

বেরুতে পারবে না। হয়তো এই তামাক খেতে গিয়েই ট্রেণ ফেল হ'য়ে যায়! এ পুরোণো বদ্ খেয়ালী না গেলে বাঙ্গালীর আর উন্নতি হবে না। আর ধর, এই বুড়োর দল এখন যা'রা আছে, তা'রা আর ক' দিন বাঁচ্‌বে,—এখন মানেই বা কে তা'দের ? ক'নের ইচ্ছায় বর, বরের ইচ্ছায় ক'নে! জগৎকে দেখাব—আমরা পুরুষের চেয়ে কোন অংশেও কম নই। তা'দের দর্প খর্ব্ব ক'রব। (আপন মনে গান)

(ঘটক, ফুলের মালা হাতে বিদ্যাপতি ও জনৈক বন্ধুর [অমর] মেমের পোষাক ও গহণার বাক্স হাতে প্রবেশ)

বেহারী। এটা Love-marriage সমাজ,—আদব-কায়দা ঠিক ক'রে চ'লতে হবে। মেম্ সাহেব যেমন ব'ল্‌বে, তেমনি ক'রতে হবে।

অমর। তার জন্য ভাবনা কি, আমি বড় বড় গার্ডেন পার্টি, marriage পার্টিতে join ক'রেছি। হাবুকেও আমি ঠিক ক'রে শিখিয়েছি। দেখ হাবু, মদ দিলে মদও খাবে।

বিদ্যা। মদও খাওয়াবে নাকি ?

বেহারী। খাওয়াবে বই কি। তোমার বন্ধুর হাত ধ'রে এস, ইনি যেমন যেমন ক'রবেন, দেখে শুনে তেমনি ক'রো। আদব-কায়দা ঠিক্ না হ'লে মেম্ সাহেব পছন্দই করবে না, ভালও বাস্‌বে না।

(সকলের অগ্রসর হওয়া)

মিস্ ডোভী। (অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন, আসুন—You are welcome

(সকলেই করপুটে নমস্কার করিয়া Handshake করিতে করিতে

চেয়ারে উপবেশন) আপনাদের আসতে এত দেরী হ'ল কেন? আমি মনে ক'রেছিলুম, আপনারা হয়তো আসবেন না, হয় তো অন্য কোথাও ক'নে ঠিক হ'য়েছে; কি জানি, বড় লোকের কথা তো বিশ্বাস হয় না।

বেহারী। আজ্ঞে না না, ও কথা ব'লবেন না। কথা দিয়েছি, কাজ ক'রবই। তবে কি জানেন, আমরা সেকালের লোক—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পুরুত, পাজি-পুঁথিটা দেখে মহেন্দ্রক্ষণে নিষ্ক্রামণ করাই বিধি। এখনও তো আপনাদের মত আধুনিক শিক্ষা ততদূর পাইনি। ক্রমে ক্রমে হবে। আজ্ঞে, তবে আর দেরী কেন, শুভস্য শীঘ্রং।

(মেমের হাতে ফুলের মালা, পোষাক, গহনা ইত্যাদি অর্পণ। মেম্ সব খুলিয়া দেখিল, এবং ফুলের মালা বিদ্যাপতির গলায় পরাইয়া দিল। বন্ধুর ইঙ্গিত মত বিদ্যাপতিও মেমের গলায় মালা পরাইয়া দিল। সকলের হাত তালি দেওয়া।)

মিস্ ডোভী। শঙ্করা, গ্লাস দে।

(শঙ্করা সকলকে মদের গ্লাস বিতরণ করিতে লাগিল, ঘটক ব্যতীত সকলেই পান করিল)

বিদ্যা। (অমরের প্রতি) কই, মেম্ সাহেব kiss ক'রলে না?

অমর। চুপ্ Stupid, তাড়াতাড়ি কেন, সবুরে মেওয়া ফলে!

মিস্ ডোভী। শঙ্করা, গ্লাস দে জল্‌দি।

(শঙ্করা মদ বিতরণ করিতে লাগিল। মদ্য পান করিয়া
বিদ্যাপতি ও মিস্ ডোভী হাত ধরাধরি করিয়া
দাড়াইল। মিঃ সেন্ হ্যাট কোট পরিয়া
ছড়ি হাতে প্রবেশ করিল)

মিঃ সেন্। (ক্রোধভরে) মিস্ ডোভী, এ rascal কোন হ্যায় ? শঙ্করা, পুলিশ বোলাও।

(মিঃ সেন্ বিদ্যাপতির মাথায় লাঠি মারিতে উদ্যত,
ঘটক দ্বারা বাধা প্রদান, বিদ্যাপতি বন্ধুর
পশ্চাতে লুকাইল)

শঙ্করা। পরাওয়ালা, পরাওয়ালা! মারপিট করি খুন হালা, চঞ্চল আসি কিরি, জখম হালা!

(পুলিশ, পুলিশ, মার পিট, খুণ জখম, জলদি পাকড়াও!)

বেহারী। হে সাহেব বাবা, আমার চৌদ্দ পুরুষের বাবা, মাপ কর বাবা, মেরোনা বাবা, আমরা কিছুই জানিনা।

মিঃ সেন্। Damn, Nonsence, Old fellow! তুমি জান না—এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, ভদ্রলোকের স্ত্রী, তোমরা তাঁকে নিয়ে ইয়ারকি ক'চ্ছ, মদ খাচ্ছ ? আমি তোমাদের নামে Defamation Case ক'রব, পুলিশে দেবো, ভদ্রলোকের স্ত্রীর ইজ্জৎ নষ্ট ক'রেছ। জানো, তোমাদের কি দুর্দ্দশা হবে ?

বেহারী। দোহাই আপনার, আমাদের ঘাট হ'য়েছে। নাকে কাণে ক্ষৎ। আর কখনও এমন ক'র্‌বনা, এ যাত্রা আমাদের ছেড়ে দিন, বাবা!

অমর। এই মেম সাহেব আমাদের ডেকে এনেছে, আমার বন্ধুকে বিবাহ ক'রবে।

মিস ডোভী। খবর্দ্দার, মিথ্যাকথা ব'ল্‌লে তোমাদের পরিত্রাণ নাই! শঙ্করা, জল্‌দি পুলিশ বোলাও।

শঙ্করা। পুলিশ, পুলিশ, পরাওয়ালা পরাওয়ালা!

([ছুটাছুটী করিয়া চীৎকার] ও পুলিশ, পাহারাওয়ালা বাবা!)

বেহারী। দোহাই সাহেব বাবা, কিছু অর্থদণ্ড ক'রে না হয় ছেড়ে দাও, ঘরের ছেলেকে মানে মানে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

মিঃ সেন্। Twenty thousand! এই ইজ্জতের মূল্য বিশ হাজারের কম নয়।

(মিঃ সেন্ ও মিস্ ডোভী পরামর্শ করিতেছে, কাণে কাণে কথা কহিতেছে)

(বিদ্যাপতির সঙ্গে বন্ধুর পরামর্শ করণ)

বেহারী। দোহাই বাবা, এক কাজ কর, দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছে, নিয়ে নাও। ভয় নাই, বড় লোকের ছেলে, টাকা পাবে।

মিঃ সেন্। আমি তোমাদের জেলে পুরবো। ছেলেখেলা পেয়েছ?

বেহারী। আমি ব্রাহ্মণ, তোমায় জোড়হাত ক'রে ক্ষমা চাচ্ছি, Hand-note লিখে নাও বাবা, আমাদের রেহাই দাও বাবা!

মিস্ ডোভী। মিঃ সেন্, তাই লিখে নাও। বেশী কিছু নয়, বিয়ে ক'রতে এসে দু' পেগ মদ খেয়েছে মাত্র, তার মূল্য দশ হাজারের অধিক নয়। তুমি এবার ক্ষমা কর। শঙ্করা, কাগজ-কলম নিয়ে আয়।

(শঙ্করা কাগজ-কলম দিলে হাবু হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া সহি করিয়া দিল)

[মিঃ সেন্ ও মিস্ ডোভী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মিঃ সেন্। (মিস্ ডোভীর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে) খুব শিকার ক'রেছ বটে! না, তোমার পেটে বুদ্ধি আছে, আমার অনেক কাজে লাগ্‌বে। এস একটা পেগ খাই। শঙ্করা—

শঙ্করা। মু হজির অছি হুজুর।

(জি, হুজুর! হাজির হ্যায়। [মদ বিতরণ])

মিস্ ডোভী। চল, মাঠে যাই। (মদ্য পানান্তে উভয়ের বেড়াইতে গমন)

শঙ্করা। মেম বুদ্ধির জোর সংসার চালুচি। বিচিরা বাহবাকু আসি দশ দশ হজার টঙ্কা খরচ করি উড়াইয় দেলা, কিছু কাম হালানি। "মালো মা কলা জমাই ভল লাগু নাই"।

(মেম বিবির বুদ্ধির জোরেই সংসার চ'ল্‌ছে। বেচারা বিয়ে ক'র্‌তে এসে দশ হাজার টাকা উড়িয়ে দিলে, কোন কাজই হ'ল না! [টেবিল সাফ করিতে করিতে গান ধরিল—"মাগো মা কালো জামাই ভাল লাগে না"।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুবের নাথের বাড়ীর ঠাকুর-দালান

(সময়—সকাল বেলা)

(কুবের নাথের হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে ঘটক সহ প্রবেশ)

কুবের। আমি ভাবছি, কোন রকমে আশীর্ব্বাদটা হ'য়ে গেলে হয়। ছেলে তো নয়—যেন গুবরে পোকা,—ব্যাটার যত রূপ তত গুণ!

বেহারী। আবার নাম রেখেছেন—বিদ্যাপতি!

কুবের। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই এই নাম রেখেছি। যদি নামের জোরে কেউ মেয়ে দেয়। গোত্রান্তর ক'রে নাম পাল্‌টে তবে পোষ্য নিয়েছি। যা'র ঘরে জন্ম নিয়েছিল, তা'রা নাম দিয়েছিল—"হাবুল দাস"। এ নামে কেউ মেয়ে দেয় কি?

বেহারী। ঠিক কথা,—নামে সকলেই মনে ক'রতো—ছেলেটা হাবা।

কুবের। তাই কি বেটার সে বদনাম গেছে,—এখনও লোকে "হাবু, হাবু" ব'লে ডাকে।

বেহারী। আর দেরী ক'রবেন না কর্ত্তা মশাই, ছেলেকে ডাকুন, আপনার বেয়াই এখনই আস্‌বেন।

কুবের। একা আস্‌বেন তো?

বেহারী। না, দু' তিন জন আস্‌বেন।

কুবের। এত কেন?

বেহারী। আপনার বেয়াই তো আস্‌বেনই, একজন পুরোহিত তো চাই, আর ঘটক মশাই।

কুবের। হ্যাঁ ভাল কথা, কিছু খাওয়াতে হবে নাকি? আমি তা পারব না, ব'লে রাখ্‌ছি।

বেহারী। সে কি কর্ত্তাবাবু! মিষ্টি মুখ করাতে হবে বই কি, শুভ কাজ!

কুবের। তা দু' খানা ক'রে বাতাসার বেশী পারব না। আমার বাড়ীতে সন্দেশ টন্দেশের ব্যবস্থা নাই, ও সব বিলিতি চিনির তৈরী। তুমি ও সব হাঙ্গাম করোনা।

বেহারী। (স্বগত) তোমার এই যক্ষের ধন এই হাবুই শেষ ক'রবে! (প্রকাশ্যে) তা আপনার যা ভাল হয়, ক'রবেন। আপনার বেয়াইও কম্‌তি যায় না!

কুবের। হাঁহে, বেয়াইয়ের অনেক পয়সা আছে নয়? আমার বিদ্যাপতি তো পাবে?

বেহারী। তাতে আপনার কি?

কুবের। কেন, ছেলে পেলেই তো বাপের হবে। বাপের বিষয় যেমন ছেলে পায়, ছেলের বিষয় বাপে পাবে না কেন? পিতা-পুত্রে কি প্রভেদ আছে?

বেহারী। (স্বগত) বেটার এত পয়সা থাক্‌তেও পয়সার লোভে ছেলে-টাকে ঘর জামাই ক'চ্ছে! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে না, প্রভেদ কি! তবে জন্ম দেওয়া ছেলেই অকাল কুষ্মাণ্ড হয়, তাতে আবার পরের জন্ম দেওয়া-ছেলে পোষ্য নেওয়া!

কুবের। আরে না না, শিক্ষার গুণে সব হয়। আমি যা শিক্ষা দিয়েছি,

বিদ্যাপতি তো বিদ্যারই পতি ! কই বাবা বিদ্যাপতি, ও বিদু আমার, বাপ্ আমার—একবার বাইরে এস তো বাপধন !

বিদ্যা। (ঘরের ভিতর হইতে) যাই বাবা, যাই। এই ভরা তামাকটা খেয়ে যাচ্ছি বাবা, তুমি একটু ব'সো।

কুবের। ওরে আবাগীর বেটা, তামাক খাবি কিরে ? তোমার গুষ্টির মাথা খাও ! তুই এখন আস্‌বি কিনা বল ?

বিদ্যা। (ঘরের ভিতর হইতে) যাই বাবা যাই।

(পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গীতা হস্তে বিদ্যাপতির প্রবেশ)

কুবের। যেমন যেমন শিখিয়েছি, মনে আছে তো ? না, ভাতে দিয়ে খেয়ে ব'সে আছ ?

বিদ্যা। ভাত কখন খেলুম, ভাত তো খাইনি বাবা।

কুবের (ভেঙ্গচী কাটিয়া) ভাত তো খাইনি বাবা ! ব্যাটা যেন আটাশে ছেলে !

বেহারী। আচ্ছা, আমিই শিখিয়ে ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

(বিদ্যাপতির আসন পাতিয়া উপবেশন, গীতা খুলিয়া মনে মনে পাঠ,—
নয়নযুগলে জল পড়িতে লাগিল, ভক্তিতে গদ-গদ ভাব,
কখনও ধ্যানস্থ হওয়া ইত্যাদি নানা ভাব-ভঙ্গী)

(ধনপতি ও পুরোহিতের প্রবেশ)

কুবের। নমস্কার ! আসুন আসুন, বেয়াই মশাই আসুন, বসুন— তামাক খান। (হুঁকাপ্রদান)

ধন। নমস্কার! (বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে) বাঃ বাঃ, বেয়াই মশাইয়ের বাড়ীটী তো বেশ! দুঃখের বিষয়—গৃহ-শূন্য!

কুবের। তাইতো ছেলেটাকে আপনার হাতে দিচ্ছি, বেয়া'ন ঠাক্‌রুণ মায়ের মত যত্ন ক'রবেন। আহা, বিদ্যাপতি আমার সে যত্ন পায়নি! (স্বগত) এই ব্যাটারা যদি আমার ছেলেকে কিছু প্রশ্ন করে, তা হ'লেই আমি গেছি!

পুরো। গতস্য শোচনায় ফল কি? যে গেছে, তাকে তো আর পাবেন না! তবে আসুন কর্ত্তা মশাই, ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করি। (অগ্রসর হইয়া) কর্ত্তা মশাই, ছেলে আর দেখ্‌তে হবে না, বিদ্যাপতি তো বিদ্যারই পতি—সরস্বতী! ওবে বাপরে—এ ছেলেকে কোন প্রশ্ন ক'রলে আমার মত লোক গালে চড় খাবে বই তো নয়! গীতার যে শ্লোক প'ড়ে বাবাজী আমার ধ্যানস্থ হ'য়েছেন, দু' নয়নের ধারা গঙ্গা-ধারার ন্যায় গণ্ড বয়ে পড়ছে, তার উপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে কি? কর্ত্তা মশায়, আর দেরী ক'রবেন না—শুভস্য শীঘ্রং।

ধন। বেয়াই মশাই, তবে বরকে আশীর্ব্বাদ করি?

কুবের। নিশ্চয়, আশীর্ব্বাদ ক'রবেন বৈ কি।

(ধনপতি আশীর্ব্বাদ করিল, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি হইল। বিদ্যাপতি দণ্ডবৎ প্রণাম করিল)

পুরোহিত। বেঁচে থাকো বাবা, বিদ্যায় সরস্বতী সমান হও, সরস্বতী তোমার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান হউন। আহা কি ভক্তি! থাক্ বাবা, ওঠ ওঠ, হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। (হাত ধরিয়া বসাইল)

কুবের। বেয়াই মশাই, একটু মিষ্টি মুখ ক'রে যান।

ধন। মিষ্টি কথার চেয়ে, মিষ্টি আদরের চেয়ে আর কিছু মিষ্টি আছে কি বেয়াই মশাই ?

কুবের। আজ্ঞে, ভদ্রলোকের তো, তাই! কতকগুলি সন্দেশ রসগোল্লা খেলেই কি আর মিষ্টি মুখ হয়? জানেন তো, গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্প? বেশী কিছু নয়, দু'খানা দিশী চিনির বাতাসা আর এক গ্লাস জল মাত্র। ওরে ভজা, জল খাবার নিয়ে আয়।

ধন। আর আপনার কষ্ট ক'রতে হবে না. আর একদিন এসে খাব। আমার বাড়ীতেও তাই। গিন্নী তো ভারী স্বদেশ-ভক্ত—মোটা খদ্দর পরেন, দিশী নূন খান, দিশী সাবান মাখেন, চুল উঠে যাবার ভয়ে সুগন্ধি তেল ব্যবহার করেন না,—ঘরেই গুড়ের নারকেল নাড়ু, মুড়কী তৈরী করেন। বাজারের খাবার কখনও খাইনা। সন্দেশ, রসগোল্লা তো আমার ঘরে ঢুকতেই পায়না, তা দিশী চিনিই হোক্ আর বিলিতিই হোক্।

পুরো। শুভকার্য্য হ'য়ে গেলে কত আস্‌বেন, কত খাবেন, তার আর ভাবনা কি! (স্বগত) উনি খাওয়াবেন বাতসা, আর তিনি খাওয়াবেন মুড়ি মুড়কি!

ধন। তবে এখন আসি বেয়াই মশাই।

[নমস্কার প্রতি-নমস্কার পূর্ব্বক ধনপতির ও পুরোহিতের প্রস্থান।

বিদ্যা। বাবা, অনেকক্ষণ তামাক খাইনি, একবার হুঁকোটা দেও বাবা, একটান টেনে নি, তা নইলে পেট ফুলে যে ম'রে যাব। (তামাক খাইতে খাইতে) হ্যাঁ বাবা, যেমন যেমন শিখিয়েছিলে, তেমন তেমন

ঠিক হয়নি? তুমি কি বাবা আমাকে তেমন ছেলে পেয়েছ? বিদ্যা-বুদ্ধি আছে ঢের আমার পেটে, খালি ট্যাক্স দেওয়ার ভয়ে খরচ করি না।

[বিরক্ত ভাবে কুবের নাথের বেগে প্রস্থান।

বেহারী। হাঁরে মূর্খ, বাপের সাম্‌নে এমন ক'রে তামাক খায় বুঝি, তোর লজ্জা করে না?

বিদ্যা। লজ্জা! বাপের সাম্‌নে তামাক খাওয়া লজ্জা! বাপ্ তো আপনার জন, তার কাছে লজ্জা কি? পরতো নয়। আর যদিই বলেন, তা হ'লেও উনি তো আর জন্ম-দেওয়া বাপ নন্।

বেহারী। অকাল কুষ্মাণ্ড! [বেহারীর প্রস্থান।

বিদ্যা। এক কাণ্ড ক'রে দশ হাজার উড়িয়েছি—এক তুড়িতে! আবার মেঘ না চাইতেই জল! ঘর-জামাই হ'য়ে শ্বশুর বেটারও ঘাড় ভাঙ্গবো। শুনেছি বেটার অগাধ পয়সা! দেখা যাক্—ভাগ্য-চক্র কোন্ দিকে যায়। যদি থাকে নসিবে—আপ্‌না-আপ্‌নি আসিবে। তাই বাবা ব'লতেন, তুই ব্যাটা ক্ষণ জন্মা, দিগ্‌বিজয়ী হবি! সাধ ক'রে কি এই এত বড় মাদুলী গলায় ধারণ ক'রেছি! এই মাদুলীর জোরে আমি যা খুসী তাই ক'রতে পারি, ক'রবও তাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শান্তির পিত্রালয়

(শান্তি চোখ মুছিতে মুছিতে পিসীমাসহ গৃহ হইতে প্রবেশ)

শান্তি। মা গো, আর সহ্য ক'রতে পাচ্ছিনা, তুমি তোমার কাছে আমায় ডেকে নেও মা!

পি-মা। মা, আর কেঁদে কি হবে, ভাগ্য ছাড়া ত পথ নেই।

শান্তি। পিসীমা, এমন পোড়া ভাগ্য কার হয় মা! ছেলে বেলায় বাপ খেয়েছি, মা'ও ছেড়ে চলে গেল। শ্বশুর কুলেও কেউ নাই। ভাই নাই বোন নাই, স্বামী থেকে ও নাই! বল পিসীমা, এমন রাক্ষাসী সন্তান আব দু'টা দেখেছ কি?

পি-মা। মা, যখন যা'র বিপদ হয়, তখন এমনি করেই হয়। বিপদ একা আসে না মা।

শান্তি। আমার যে দু'কুলের কেউ নাই মা!

পি-মা। যা'র কেউ নাই তা'র ভগবান মধুসূদনই আছেন।

শান্তি। মধুসূদন আছেন! পিসীমা, বলতে পার কোন্ অপরাধে আজ আমি পতিহারা?

পি-মা। অপরাধ! অপরাধের বিচার কর্ত্তা ভগবান। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমায় আমি কি উপদেশ দোব মা, মনস্থির কর, ধৈর্য্যধর, ভগবানে বিশ্বাস রাখ, তিনিই রক্ষা করবেন।

শান্তি। দেবতুল্য শ্বশুরছিলেন। ঘরের লক্ষ্মী ব'লে তিনি বরণ করে আমায় ঘরে তুলে নিয়েছিলেন। পিতামাতা "লক্ষ্মী মা আমার" বলে আদর করতেন। রূপেগুণে দেবতুল্য স্বামী পেয়েছিলুম, কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য, তাঁর পদসেবা ও করতে পারলুম না! তবে আমার মত এমন কপাল পোড়া কার পিসীমা! আমার প্রায়শ্চিত্ত কি বলতে পার? আমি আত্মহত্যা করে মরব! (কান্না)

পি-মা। ছিঃ, এমন কাজও করোনা, এমন চিন্তা মনেও এনো না। আত্মহত্যা মহাপাপ। ভগবান মুখ দিয়েছেন, আহারও দিবেন।

শান্তি। আহার! শিয়াল কুকুরেও আহার করে পিসীমা। যে স্ত্রীলোক স্বামী থাকতে স্বামী সেবায় বঞ্চিতা তা'র বেঁচে থেকে কি ফল বলতে পার?

পি-মা। সত্যকথা। তা কি করবে বল, মানুষের ত কোন হাত নেই। তবে আমি বলছিলুম একবার কলকাতা যেয়ে জামায়ের খোঁজ করলে হয় না?

শান্তি। সে আশায় ছাই পড়েছে পিসীমা। তিনি বিষয় সম্পত্তি বেচে দিয়ে বিলেতে চলে গেছেন। স্বামীর ভিটেবাড়ীরও যে আমার অধিকার নেই। যদি তাই থাকতো আমি সেই ভিটে মাটী কামড়ে পড়ে থাকতুম। আমার সবদিক শূন্য পিসীমা! ওগো, আমি কোথায় যাব, কি করব গো! (কান্না)

পি-মা। চুপ্ কর মা, চুপ্ কর! কেঁদে আর কি করবি বল। আমিও ত আর এখানে থাকতে পারব না। আর তোকেই বা কেমন করে একা ফেলে যাই। সোমত্ত মেয়ে, পাড়াগাঁ, তারপর

রক্ষা করবার মত কেউ নেই। হ্যামা, তোমার শ্বশুরকুলে ত কেউ নেই, তবে এখানে জাত কুটুম্ব কেউ তোমায় দেখবে না কি?

শান্তি। জাত কুটুম্ব! পিসীমা, আমি যে এখন সকলেরই ভার বোঝা হয়েছি, এ বোঝা কে বইবে মা? বিশেষ আমি গরিবের মেয়ে। বাবার ত কোন বিষয় নেই। আমিও অকর্ম্মণ্য, খেটে খাবার ক্ষমতাও নেই। এ অবস্থায় কে দেখবে মা।

পি-মা। তুইত জানিস্ তোর পিসেমশায় কলকাতায় মুদির দোকান করেছিলেন। তিনি মারা যেতে, আমি বুড়মানুষ, কি করি, দোকান বেচে দিয়ে ছোট একখানা মুড়ি মুরকীর দোকান করেছি। অবসর মত ঠোঙ্গা তৈরী করি, মোজা সেলাই করি। খেয়ে পরে মাসে পাচ সাত টাকা বাঁচে।

শান্তি। তোমার সে বাড়ীতে আর কেউ থাকে না?

পি-মা। থাকে। সব আমারই মত গরিব দুঃখী খেটে খায়। কেউ ধাত্রী, কেউ মেয়ে পড়ায়, কেউ গান বাজনা শেখায় আরও কত কি করে।

শান্তি। অমি কিছু করতে পারিনা পিসীমা?

পি-মা। কেন পারবে না মা। তারপর আমার কাজগুলি করতে পারলে আর ও দু'পয়সা উপায় হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও মা, সুখে দুঃখে একরকম করে দিন কেটে যাবে। আর কলকাতায় থাকলে জামায়ের সন্ধানও নেয়ার সুবিধা হবে। তিনি কলকাতায় নিশ্চয় আসবেন, বিলেতে কতকাল থাকবেন।

শান্তি। (স্বগত) ভাগ্য পরীক্ষা! (প্রকাশ্যে) পিসীমা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। যে দু'খানা গহনা ছিল মায়ের চিকিৎসা করে আর দেনা দিয়ে শেষ করেছি। তোমার সাহায্য ভিন্ন আমার আর উপায় নেই পিসীমা। এই ছোট লোকের পাড়ায় এই কুঁড়েয়বাস করে ইজ্জত বাঁচানও দায়। আর এখানে পোড়া পেটেইবা দোব কি? বেঁচেত থাকতে হবে। সব হারাতে পারি ধর্ম্ম হারাবনা। আর দেখব—কি পাপে আমি পতিহারা! আমার পতি আমার হবে না?

পি-মা। নিশ্চয় হবে মা। সতী লক্ষ্মী তুমি, তোমার স্বামী তেমারই হবে।

শান্তি। চল পিসীমা, আজই আমরা কলকাতায় যাব।

পি-মা। তবে চল মা, সবগুছিয়ে নিয়ে আজই যাই। আমিও ত দোকান বন্ধ রেখে অনেক দিন এসেছি।

শান্তি। কি আছে, কি গুছব! বাবা ত সবই বেচে আমার বিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে ছিলেন, হয়ত খাজনার দায়ে এই ভিটেমাটীও যাবে। ভগবান, তুমিই মঙ্গল ময়, তুমিই আমায় সুপথ দেখিয়ে দিও।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মিস্ কে, ডোভীর বৈঠকখানা

(সময়—সন্ধ্যা। শঙ্করা "মালো মা, কলা জামাই ভল লাগু নাই"
(মাগো মা, কালো জামাই ভাল লাগে না) গুণ্ গুণ্ সুরে
গান করিতেছে, ঘরের আসবাব পত্র পরিষ্কার করিতেছে।
ব্যস্ততা সহকারে মিঃ সেনের প্রবেশ।)

মিঃ সেন্। (ক্রোধভরে) শঙ্করা, শঙ্করা ! Stupid সাড়া দিচ্ছিস্ না কেন?

শঙ্করা। (ভয়ে ভয়ে সেলাম করিয়া) এই এই, কঁড় ককচ, কঁড় ককচ—
সাইব বাবা, মু শঙ্করা অছি।
([সভয়ে] হেই, হেই, সাহেব বাবা, আমি আমি—)

মিঃ সেন্। (ঘরের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান) তুই ব্যাটা পাজী, সব জানিস্।

শঙ্করা। মু হাজি অছি, পাজী অছি, মু সবু জান্নুচি।
(হাজা—পাজা, আমি কি জানি !)

মিঃ সেন্। শালা, তোমায় খুন করব। বল্, মেম্ সাহেব কোথায়, কখন
গেছে, কার সঙ্গে গেছে ?

শঙ্করা। মাপ কর বাবা, মাপ কর বাবা। মু কিছি জানে না বাবা।
মোতে মারনা বাবা।
(হেই বাবা, দোহাই বাবা, মেরনা বাবা, আমি জানিনা বাবা।)

মিঃ সেন্। (ড্রয়ার খুলিয়া পিস্তল বাহির করতঃ) শঙ্করা, চুপ করে দাঁড়া।
মরতে পারবি ?

শঙ্করা। ইলো বাপোলো মালো, মোতে মারি পকাইলালো !

(ওরে বাবারে, মেরে ফেল্‌লে রে ! [ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি])

মিঃ সেন্‌। তবে বল্‌ শালা, মেম্‌ সাহেব কোথায় ?

শঙ্করা। আজ্ঞা—আজ্ঞা।

(আজ্ঞে, আজ্ঞে।)

মিঃ সেন্‌। তবেরে শালা তোমার মরণ নিশ্চয় ! (পিস্তল দ্বারা পেটে চাপ্‌ দেওয়া)

শঙ্করা। জুহার বাবা, মারনা বাবা। মোতে মারিলে তমুকু কে রাঁধি খোইব, কে তুমু জুতা ঝাড়ি দব ?

(দোহাই বাবা, মেরনা বাবা। আমায় মারলে তোমায় কে রেঁধে খাওয়াবে, কে জুত ঝেড়ে দেবে)

মিঃ সেন্‌। চুপ শালা, ঠিক করে বল, কোথায় কা'র সঙ্গে গেছে ?

শঙ্করা। সন্ধ বেড়ে গুটে সাইব আসি থিলা—তাসাঙ্গেরে বাহারি গলা।

(এই সন্ধ্যাবেলা একজন সাহেব এসেছিল। তার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।)

মিঃ সেন্‌। (শঙ্করাকে ছাড়িয়া দিয়া চিন্তাকুল) সাহেব ! সাহেব ! তবে নিশ্চয় সে—(টেবিলে খুঁজিতে খুঁজিতে Visiting কার্ড লইয়া) এইতো, এইতো Card পড়ে রয়েছে—Mr. S. Anderson !

শঙ্করা। হুঁ হুঁ, অণ্ডারসন্‌। এই ল্যেখা দেই থিলা।

(হ্যা বাবা, এই কাগজ দিয়েছিল, মেম সাহেব তার সঙ্গে চ'লে গেল।)

মিঃ সেন্‌। মিস্‌ ডোভী, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন !

এই পিস্তল হয় তোর বুকে না হয় আমার বুকে ! এত বেইমানি ! রোজ রোজ আর সহ্য হয় না। সঙ্গে আর কে ছিল ?

শঙ্করা। আমার সেই কপাণ্ডু বাবু থিলা।

(আমাদের সেই কম্‌পাউণ্ডার বাবু।)

মিঃ সেন্‌। হুঁ। আজ সব গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করব, ডোভীব নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলব, না হয় আত্মহত্যা করব। এমন দুশ্চারিণী স্ত্রীলোকও জন্মায় ! How breach of trust ! খালি ফাঁকি বাজী ক'রে বেড়ান ! জোচ্চোর—First class জোচ্চোর ! এই Revolverই তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। [বেগে প্রস্থান]

শঙ্করা। (করপুটে) জুহার প্রভু জগন্নাথ ! মেতে রক্ষা কব, শঙ্করাকু রক্ষা কর। আজি গুটে নহি গুটে খুণ হবার হব। হায় হায়, হয় মু আউ কর করিমি, গাঁকু পড়াইমি। এই রাগ উপবে যেদি জানি পারে ইয়ে কম্পাডি মেম সাইবর ভাব লোক অছি, একা সাঙ্গরে মদ খালান্তি তেবে তো তেল বায়গুণ পুনি জলি উঠিব। না বাবা, আউ পুষেইব নাই, শেষেকু জিহল জিমি না ফাঁসি জিমি। এই ছেকে জীবন নেই পলাই বাবা। ওলো বাপলো, মালো ধইলালো !

(দোহাই ঠাকুর জগন্নাথ ! রক্ষাকর—রক্ষাকর। হায় হায়, আজ একটা না একটা খুন হবেই হবে ! হায় হায়, আমি আর থাকবনা, কটক পালাব ! এই রাগের উপর যদি আবার জানতে পারে যে ঐ কমপাউণ্ডার বাবুটী মেম সাহেবের পিয়ারের লোক, এক সঙ্গে মদ খায়, তবে তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে ! না বাবা আর এখানে থাকা পোষাবেনা। শেষে কি জেলে যাব না ফাঁসি যাব। এবার প্রাণ নিয়ে পালাই বাবা।) [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিদ্যাপতির বাগান বাড়ী

(সময়—সন্ধ্যা। ইয়ারগণ পরিবেষ্টিত, মদ সোডা ইত্যাদি হারমনিয়াম, বাঁয়া তবলা ইত্যাদি, ওস্তাদগণ আসীন ; মদ্য পান চলিতেছে, সিগারেট খাওয়া পান খাওয়া চলিতেছে। কস্তা পেড়ে কোঁচান ধুতি, জামা, চোখে চশমা হাতে নানা প্রকার আংটী, চেন ইত্যাদি পোষাকে ভূষিত হইয়া বিদ্যাপতির প্রবেশ। ইয়ারগণ— দাড়াইয়া নানা ভঙ্গীতে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল।)

রতীন। এখনও তো আমাদের খোদ মালিকেরই দেখা নেই !

মানকে। বড় লোকের বড় কথা, বড় কাজ !

হারু। তাতে আবার নবযৌবন !

সুধা। ততক্ষণ আমাদের একখানা গান টান হোক্ না কেন ?

সকলে। হ্যা হ্যা, তাই হোক।

রতীন। গারে মান্‌কে গা, তোর কান্তকবির গানটা গা।

(গীত)

তোরা যা কিছু একটা হ'
Roy, কি Sinha, কি Dass কি Shanne,
কি Dutt, কি Dwarkin, Show.

সাফ করে মাথা whisky চা পানে,
ধুয়ে কালো অঙ্গ glycerine সাবানে,
ছুটে যা বিলেত, Italy, Japanএ,
(and) inspire your country-men with awe!
গুপ্ত চেষ্টায় যদি এইটে মনে হয়,
যে বাবার Iron-safe তত brittle নয়,
তবে, submit to your doom, take to
hatchet or loom,
(কিম্বা) ঐ অগতি গতি "Law".
আর যদিই না থাকে legal acumen,
steal from Father's cash box Rs. 10
একটু pulsatilla-nux সম্বলিত box,
(কিনে) কর একটা হ জ ব র ল।

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

ইয়ারগণ। (দাঁড়াইয়া) স্যার, আইয়ে!

বিদ্যা। আরে তোমরা বসো, বসো।

(সকলের উপবেশন এবং মদ্য পান করণ)

রতীন। এবার বিদ্যাপতির বিদ্যার পরিচয় সরকার বাহাদুর নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

মানকে। Knight উপাধি এবার বিদ্যাপতির নামে gazetted হবেই হবে!

হারু। আর বেশী দেরীও নেই। 1st January তো এল বলে। ভোট? মুন্‌সিপালের ভোটের অভাব কি? এই ধর, আমরা এতগুলি বন্ধু রয়েছি, বাগবাজারে গয়লারা আর ঘুটেওয়ালীরা রয়েছে! অম্‌নি নয় বাবা, পঞ্চাশ হাজার টাকা দান!

সুধা। হঃ ছাড়া রামবাগান সোনাগাছীর তো ষোল আনা ভোটই আমাদের। তাতেও যদি কম পড়ে, শেষ গঙ্গাযাত্রীদের খাটিয়া শুদ্ধ টেনে আনব। আর তো হিন্দু নাই—তাঁরা সব অমুসলমান হয়েছে!

বিদ্যা। (মদ্য পান করিতে করিতে) তোমরা মেম্ নাচ বল্ নাচ আনোনি?

রতীন। সে হবে যখন তুমি Knight হবে। এখন স্বদেশী আমোদই হোক—দেশের পয়সা দেশেই থাক্।

বিদ্যা। তবে একখানা বাংলা গানই হোক্।

রতীন। বাঙ্গালার ছেলে আমরা, বাংলা গান হবে না তো কি হিন্দী হবে?

মান্‌কে। হিন্দি গানের কি বুঝব বল?

হারু। সত্যই তো গানের মানে না বুঝলে প্রাণে স্ফূর্ত্তি হয় কি?

সুধা। তবে এক খানা মিঠে কড়া বাংলাই হোক্। কই গো তোমরা স্বদেশিনী।

(সকলের মদ্য পান)

বিদ্যা। দিল্লীকা লাড্ডু। (মাতাল অবস্থা) মদ দেওনা বাবা এত কৃপণতা কেন, মদ দেও stupid! ঘেম্‌টাওয়ালী বোলাও, নাচ আর গাও।

ইয়ারগণ। কুচ্ পড়োয়া নেহি Sir, সব মজুত হ্যায় হুজুর।

রতীন। কইগো, বাগবাজারের নবীনের রসগোল্লা!

মানকে। কইগো, দ্বারিকের চিনি পাতা দই!

হারু। কইগো, ভীম নাগের সন্দেশ!

সুধা। কইগো, বড় বাজারের খাস্তা গজা!

(ঘোম্টাওয়ালীদের প্রবেশ ও নৃত্য গীত)

কেমন মাসীর বোন্ পো তুমি, দেও দেখি গাঁথিয়ে মালা।
দেখো যেন রাগ করেনা, মোদের সেই রাজবালা।
চাঁপা যুঁই টগর ফুলে গেঁথে হার বিনাসূতে,
মনে প্রাণে বেঁধে তারে, জুড়াব প্রাণের জ্বালা।

(অটল বৈরাগীর প্রবেশ)

অটল। হরেকৃষ্ণ, জয় রাধেশ্যাম!

ইয়ারগণ। আরে এস এস, বাবাজী এস। তোমাবিনা গোকুল যে অন্ধকার!

অট। হারে রাম রাম! এযে মাইয়া মানুষ এহানে! এগ সোয়ামী আছেন ত? তান্‌রা গিরস্ত ভাল জাতি ত? হ্যা মশায়, তিনিরা, কি বলে, বাজারের বিশ্যা নন ত?

রতীন। আরে নানা, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন, এরা খাস সোণাগাছীর সোণাপীর ঠাকুরের সেরা সেবাদাসী।

অট। আপনারা ত মাইয়া মাহুষের কথা কন্ নাই, হরিনাম ত্রৈবে বলছিলেন।

মানকে। নিশ্চয় হরিনাম হবে। তুমি বসে শ্রবণ কর।

অট। সেবা দেই মাঠাকরান। (নমস্কার পূর্ব্ব উপবেশন)

[ঘোমটাওয়ালীগণের প্রস্থান।

রতীন। গাও, কীর্ত্তন গাও।

মানকে। না হয় গাও টপ্পা গান, নাচ উড়ে নাচ।

হারু। নাগো, চৈতন্যলীলা গাও, ধাঙ্গর নাচন নাচ।

সুধা। না না, মায়ের নাম কর। কি বলহে অটল বৈরাগী? তুমি রামায়ণ শুনবে?

অট। আজ্ঞা, হরিনাম শুনবার লাইগা ত আইছি। একি, স্বয়ং বাবুইয়ে মাতাল হৈয়া পড়ছেন! আপনারা মদখাইছেন নাকি? রাম, রাম, রাধা মাধব!

(নাকে কাপড় দিয়া পলায়ন চেষ্টা)

রতীন। আরে পাগল, মদ নয়,—সুধা—নামামৃত পান! একটু খাবে?

(সকলে অটলকে ধরিয়া বসাইল)

মানকে। অটল, তুমি কাছা দেওনা কেন?

হারু। অটল, তোমার ঝোলায় চাট্ টাট্ এনেছ নাকি? ও বাবা, বিড়্ বিড়্ করে বিষমন্ত্র ঝাড়ছে যে!

সুধা। আরে ছিঃ, তোরা ওকে বিরক্ত করিস্ কেন? গাওগো গাও, হরিনাম গাও তোমারা। কোথা গেলে, এস গো।

(বাউলবেশে ঘোমটাওয়ালীগণের পুন প্রবেশ ও নৃত্য গীত)

দিল দরিয়ায় ডুবে দেখ্‌রে ওরে আমার মন,
(শুধু) ডাকলে কি আর পাবি গুরুর অন্বেষণ ?
তুমি যথা তথা কর গমন, (শুধু) ভক্তি কর ঐ চরণ
এপারে না হয় ওপারে, হাটে না হয় বাজারে,
জলে স্থলে অনলে অনীলে দিবেন দরশন।

(ভাবে গদগদ হইয়া অটলকে লইয়া সকলের নৃত্য)

[সেলাম করিতে করিতে ঘোমটাওয়ালী ও ওস্তাদগণের প্রস্থান।

রতীন। (হাত ঘড়ি দেখিয়া) রাত বারটা বেজে গেছে! চল্ আমরাও যাই, হাবুকে বাড়ীতে রেখে পরে আমাদের স্বস্থানে আমরাও যাব। একটা Taxi দেখ্‌তো ?

মানকে। এত রাত্তিরে বাগানে কি Taxi পাওয়া যাবে। এই মাতাল অবস্থায় হাবুকে নিয়ে যাই বা কি করে ?

(রিক্‌সার ঘণ্টার আওয়াজ)

হারু। ঐ যে রিক্‌সা যাচ্ছে!

সুধা। তা মন্দ নয়।

অটল। হরে কৃষ্ণ, জয় রাধেশ্যাম।

সুধা। তোমারি কামহ্যার অটলদা: চল, বৈষ্টমীর বাড়ী যাবে ?

বিদ্যা। চালাও বাইজী কা ঘর। (গান ধরিল, খাঁচার পাখী গেল উড়ে থুয়ে দু'ট লম্বা ঠ্যাং) (হারু একখানা রিক্‌সা আনিল, হাবুকে গাড়িতে বসাইয়া নিজে বসিল।)

[সকলেই মাতাল অবস্থায় অটলসহ প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উল্টাডিঙ্গী

(প্রশস্ত নর্দ্দমার ময়লা জল প্রবাহিত হইতেছে, রাস্তায় পাহারাওয়ালা দণ্ডায়মান, রিক্‌সা গাড়ী করিয়া মাতাল অবস্থায় হাবু ও হারুর প্রবেশ)

বিশ্বা। (গান করিতে করিতে) "খাঁচার পাখী গেল উড়ে, থুয়ে ছু'টা লম্বা ঠ্যাং!"

হারু। আরে শালা, কোথায় নিয়ে এলি ?

রিঃওয়ালা। হুজুর, এইত উল্টাডিঙ্গীর রাস্তা ধরেছি, শ্যামবাজার দূর আছে।

বিশ্বা। রাত কত ? বাইজীকে গাইতে বলনা শালা ? "খাঁচার পাখী—"

হারু। বাইজী কোথায় হাবু, এ যে রিক্‌সাওয়ালা।

বিশ্বা। ঘোমটাওয়ালী ! "খাঁচার পাখী—"

হারু। (রিকসাওয়ালার প্রতি) থামা বাটা থামা। তোকে নাচতে হবে।

বিশ্বা। না না গাইতে বল। মদ দেও। "খাঁচার পাখী—"

হারু। চুপকর্ চুপকর্ ঐ দেখছিস্ কে আসছে—পাহারাওয়ালা !

বিশ্বা। কে ও, প্রাণের বন্ধু ! এস, আমার হৃদয়ে এস, তাপিত প্রাণ শীতল কর, বড় জ্বালা বড় জ্বালা !

হারু। ওরে বাবা গরলেরে ! (বেগে পলায়ন)

পাহাড়াওয়ালা। (অন্তরালে) কোন্ হ্যায়, খাড়া হো।

(পাহাড়াওয়ালা কর্তৃক বিদ্যাপতি ধৃত)

বিদ্যা। কে বাবা, চৌদ্দপুরুষ, যমপুরী থেকে আসছ ?

পাহা। হা, তোমরা যম হ্যায়। চল্ থানামে। এৎনা রাতমে দারু পিকে কাঁহা ঘুমতা হ্যায় ?

বিদ্যা। তোমার চৌদ্দপুরুষ ঘুমেগা, হাম কাহে ঘুমেগা। হামতো কথা বল্‌তা হ্যায়, শ্বশুর বাড়ী যাতা হ্যায় জান্‌তা হ্যায়, হাম ঘর জামাই হ্যায় !

পাহা। ক্যা, শ্বশুর বাড়ী যাতা হ্যায় ! চল্ শালা তোম্‌কো শ্বশুর বাড়ী ভেজেঙ্গা।

(বিদ্যাপতিকে টানাটানি করিতে লাগিল)

বিদ্যা। (দাঁড়াইয়া) তোম্ কোন্ ভেজনেওয়ালা হ্যায় ? হামারা শ্বশুর বাড়ী হামই জায়েঙ্গে।

(ধস্তাধস্তি করিতে করিতে বিদ্যাপতি নর্দ্দমায় পড়িয়া গেল)

পাহা। (স্বগত) শালা বড়ি আসামী হ্যায়, ছোড়েঙ্গে নেই। (প্রকাশ্যে) শালা তোম্ উঠ্‌গে নেই ?

বিদ্যা। (পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া পান করিতেছে।) হারে ক্যা বিড়্ বিড়্ করতা হ্যায় ? থোড়া পিওগে ?

পাহা। রাম, রাম ! ভাণ্ডা দেখা হ্যায় ? মারে ডাণ্ডা ভাগে ভুৎ !

বিদ্যা। দাড়া বাবা, খেয়েনি একটু মৌজ করে। আঃ যেন বরফের পাহাড়ে বসেছি ! একটা তাকিয়া হ'লেই ভাল হ'তো। এও বেয়ারা, একটো তাকিয়া লিয়াও

পাহা। (বাঁশী বাজাইল)

(অপর পাহাড়াওয়ালার প্রবেশ)

পাকড়াও, শালাকো থানামে লে চল।

(উভয়ে টানাটানি করিয়া উঠাইল, নর্দ্দমার জল পাহাড়াওয়ালাদের গায়ে ছুড়িতে লাগিল।)

বিদ্যা। আঃ, জ্বালাতন কর কেন বাবা! ইচ্ছে থাকে, আমার সঙ্গে বসে যাও। ভোর হ'লে সবাই মিলে আমার শ্বশুর বাড়ী যাব। তোমরা দু'জনে দু'পাশে থাকবে, আমি তোমাদের কাঁধে চাপব, ঢ্যাং ঢ্যাং, ঢ্যাডাং ঢ্যাং করে চলে যাব। আমার শ্বশুর বাড়ী কত আদরে থাকবে। আমার স্ত্রী সাক্ষাৎ দুর্গা—যেমন রূপ, তেমন গুণ! সতী লক্ষ্মী আমার কখনও রাগ করে না, বেজার হয় না, যা চাই তাই দেয়, নিজে খাইয়ে দেয়। সত্যি বল্‌ছি, তোমার দিব্বি, আমার সঙ্গে চল, দেখ্‌তে পাবে।

[পাহাড়াওয়ালাদ্বয় জোর পূর্ব্বক ধরিয়া টানিয়া প্রহার করিতে করিতে প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মিস্ ডোভীর শয়ন কক্ষ

(সময়—রাত্রি দ্বিপ্রহর। মিস্ ডোভী Compounder সহ
মদ্য পান ও প্রাণের আবেগে গান করিতেছে। মিঃ সেন্
মাতাল অবস্থায় পিস্তল হাতে ঘরের পশ্চাতের
জানালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ এবং মিস্
ডোভীর প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিল,
Compounder উপবিষ্ট)

মিঃ সেন্। মিস্ ডোভী! কার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলে? কার সঙ্গে মদ খাচ্চ? সত্য বল, নয় তো—

মিস্ ডোভী। (ড্রয়ার হইতে পিস্তল বাহির করতঃ মিঃ সেনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) খবর্দ্দার মিঃ সেন্! আমার যা খুসী তা ক'রেছি—আমি স্বাধীন। তোমার ইচ্ছা না হয়, ভাল না লাগে, চ'লে যেতে পার।

মিঃ সেন্। বটে, আমি কেউ নই? তোমার স্বেচ্ছাচারিতা অনেক দিনই লক্ষ্য ক'রেছি, ধর্‌তে পারিনি, আজ হাতে হাতে ধরা পড়েছে।

মিস্ ডোভী। তুমি আমায় শাসন করবার কে? তুমি কি আমার স্বেচ্ছাচারিতার, ব্যাভিচারের সহায়তা কর নাই? কই, তখন তুমি আমায় সে কুপথ থেকে বারণ করনি কেন, সৎশিক্ষা দেওনি কেন?

যদি তা পাপ বলে জ্ঞান ছিল, তবে শাসন করনি কেন? তুমিই আমার পাপের প্রশ্রয়দাতা—দায়ী তুমি।

মিঃ সেন্। আমি?

মিস্ ডোভী। হ্যাঁ, তুমি! তুমিই আমাকে লোভে বশীভূত করেছ।

মিঃ সেন্। তবে বল্‌তে চাও, তোমার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না?

মিস্ ডোভী। না। দোষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু তুমি তার সংশোধন করনি, বরং প্রশ্রয় দিয়েছ।

মিঃ সেন্। ভাল, কোন্ রূপে গুণে এই Compounderএর বশীভূত হ'য়ে আমায় অবজ্ঞা করছ? ইয়ারকি করা, মদ খাওয়ার কি আর লোক ছিল না? একি তোমার যোগ্য বল্‌তে চাও?

মিস্ ডোভী। সে বুঝ্‌বার ক্ষমতা তোমার নেই, তুমি পুরুষ।

মিঃ সেন্। হীন, নীচ, কদাকার—যে ভৃত্যের কাজ করে—

মিস্ ডোভী। চুপ্, stupid, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়! রাগের চরম সীমা অতিক্রম করেছ—জীবন সংশয়—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও?

মিঃ সেন্। (হাস্য) মৃত্যু! তোমার মত হীন চেতার সঙ্গে কথা বলাও পাপ! তোমার মত নীচ প্রবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি।

মিস্ ডোভী! মিঃ সেন্, সংযত হয়ে কথা বল। আমি নীচ হীন হতে পারি—কিন্তু তুমি ভদ্রলোক হয়ে আমার মত হীন কার্য্যের সহায়তা করা কি তোমার উচিত ছিল? আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই? তুমি আমার শাসন করবার কে? আমি নীচগামিনী হ'তে পারি, কিন্তু তুমি—তুমিই কি উচ্চগামী? তোমার বিবেক আছে, বুদ্ধিও

আছে, তবে তোমার এ দশা কেন? আজ মাতাল হ'য়ে আমায় সৎ শিক্ষা দিতে এসেছ, এতদিন কোথায় ছিলে? ভেবে দেখ দেখি—তুমি কী আর আমি কী? যদি বিবেক এসে থাকে—সরে পড়, পাপের ছায়া মাড়িও না—মানুষ হও, ভদ্র সন্তান বলে পরিচিত হও। আমার প্রবৃত্তির জন্য আমি দায়ী—তুমি নও।

মিঃ সেন্। (হাত হইতে পিস্তল পড়িয়া গেল) মিস্ ডোভী, কাদম্বিনী দেবী, যদি মানুষ হ'তে পারি তবে আর একদিন দেখা করব, নতুবা এই শেষ। সব পাওয়া যায়, মান গেলে মান ত আর পাওয়া যায় না! মানুষের শ্রেষ্ঠগুণ যা, তা হারিয়েছি—মান হারিয়েছি! মানুষ হব—মানুষই হব!

[বেগে প্রস্থান।

মিস্ ডোভা। (হাস্য) বোকা, বোকা, গাধা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না! আরে মানুষের প্রবৃত্তিকে কি কেউ নিবৃত্তি করতে পারে? চলে গেল! ভালই হ'ল। আজ খোলা প্রাণে নির্ভয়ে মদ খাব, প্রাণের পিপাসা মিটাব। My darling (মদের গ্লাস দিল)

[মদ্য পান করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল।

ছোক্‌রা। (স্বগত) আজ মিঃ সেন্‌কে তাড়ালে, কাল আমায় তাড়াবে। যত শীগ্‌গির হয় কাজ উদ্ধার করতে হবে। আচ্ছা, মদের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিলে হয় না?

(আলমারী হইতে শিশি বাহির করিয়া মদের গ্লাসে মরফিয়া
মিশাইয়া মিস্ ডোভীকে খাওয়াইল এবং নিজে
মাতালের ভাণ করিতে লাগিল)

My darling, sweet-heart ! Take a glass more and be happy.

মিস্ ডোভী। All right my beloved. (মদ্যপান ও অচৈতন্য)

ছোকরা। [ইঙ্গীত করতঃ চারি পাঁচ জন সঙ্গী ইয়ার গৃহে প্রবেশ করিল এবং মিস্ ডোভীর গহনা, টাকা, ক্যাশ বাক্স ও সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া সমস্ত লইয়া সকলেই প্রস্থান করিল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ধনপতির বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গন

(সময়—সকাল বেলা : গৃহ মধ্যে বিদ্যাপতি রুগ্ন-শয্যায় শায়িত, হাটুতে হাতে মাথায় ব্যাণ্ডেজ, সাবিত্রী সেবা করিতেছে। ঘরের জানালা খোলা এবং প্রাঙ্গনের সমস্ত দেখা যাইতেছে ও শোনা যাইতেছে। বিদ্যাপতি সময় সময় উঁকি মারিয়া দেখিতেছে ও উঠিতে চেষ্টা করিতেছে)

(গান করিতে করিতে শ্বেতাঙ্গিনীর প্রবেশ)

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল,
সুধা বরষিল শ্রবণে।
বৃক্ষ ডালে বসি, পাখী অগণিত
জড়বৎ কি কারণে।
যমুনার জলে বহিছে তরঙ্গ
তরু হেলে বিনা পবনে॥

একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখি সব গোধনে।
ঝুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীন চেতনে॥
আর এক দিন শ্যামের ঐ বাঁশী
বেজেছিল কুঞ্জবনে।
কুল লাজ ভয় হরিল তাহাতে
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

সাবিত্রী। (কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া) ভগবান্, কি পাপে আজ আমার এ দুর্গতি হ'ল! মাগো দুর্গে, আমার দুর্গতি নাশ কর মা।

শ্বেতা। (সাবিত্রীকে বুকে জড়াইয়া) সই, কাঁদলে কি হবে, ভাগ্য ছাড়া তো পথ নেই। ঈশ্বরের দোষ নেই, তিনি মঙ্গলময়, তাঁ'কে ডাক শান্তি পাবে। সয়া যাতে ভাল হয়, ভগবানকে জানাও।

সাবিত্রী। ভাই, আর যে সহ্য করতে পাচ্ছি না! সই, সব বুঝি, সব বলতে পারি, সব দেখাতে পারি, কিন্তু মনের আগুন কি ক'রে দেখাব; কি ক'রে নিবাব! (কান্না)

শ্বেতা। সই, তুমি এত দুর্ব্বল! মনের জোর কর, মধুসূদনকে ডাক, তিনিই শান্তি দিবেন। লেখা পড়া শিখে হিন্দুর মেয়ে হয়ে এটা জাননা যে, কায়মনপ্রাণে ভগবানকে ডাকলে তিনি নিশ্চয় রক্ষা করবেন। সাবিত্রীর কাতর আহ্বানে সত্যবান পুনর্জীবিত হয়েছিল তা কি জান না? তুমি যে সেই সাবিত্রী-ই! সত্যবানকে বাঁচাও।

সাবিত্রী। ভগবানকে ডাক্‌লে আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা হবে ?

শ্বেতা। নিশ্চয় হবে। তিনি পরম দয়াল। তুমি এত উতলা হ'ও না, মনের জোর কর, ভগবানে বিশ্বাস রাখ, আশা পূর্ণ হবে।

সাবিত্রী। সই, তোমার কথায় আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা মুখে প্রকাশ করে বলতে পাচ্ছি না। সংসারে এক সই তুমিই আমার আপনার জন। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তুমিই আমায় মায়ের মত যত্ন ক'রে শোক তাপ ভুলিয়ে রেখেছ—মায়ের শোক ভুলে গেছি।

বিদ্যা। সাবিত্রী, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, সইকে নিয়ে এস, একবার দেখব। সই নয়—দেবী, দেবী! দেবীকে দেখ্‌লেই আমি ভাল হব। ভয় নাই সই, আমি আর দানব নই, মাতাল নই—মৃত্যু পথের যাত্রি। দেবী দর্শনে মুক্তি পাব।

সাবিত্রী। চল সই ঘরে চল, একবার দেখ্‌বে।

[শ্বেতাঙ্গিনীকে ব্যগ্র সহকারে টানিয়া লইয়া গৃহ মধ্যে গমন।

(ম্লান বদনে ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি। (কপালে করাঘাত করিয়া) ভাগ্য, ভাগ্য, সবই ভাগ্যের ফল! লোকে কথায় বলে—পোষ্য পুত্র ঘর জামাই, দুই ব্যাটাই সমান! আমার বেয়াইও টাকার লোভেই ছেলেকে ঘর জামাই দিয়েছে। হায়রে টাকা, তোর মহিমা তুই-ই বুঝিস্‌!

(চোখ মুছিতে মুছিতে সাবিত্রীর পুনপ্রবেশ)

ধনপতি। (বুকে জড়াইয়া ধরিয়া) আর কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। কি করব বল্‌, বাপের কি ইচ্ছা নয়, মেয়ে আমার সুখে থাকুক,

মনের মত বর হোক্? মাগো, এখন তো বুঝবি না, বুঝবি পরে, যখন দু'চারটী মেয়ে হবে আর তা'দের যখন বিয়ে দিবি, তখন এই বাপের কথা মনে পড়বে মা, মনে পড়বে!

সাবিত্রী। বাবা, ও কথা বলবেন না। কখনও কি আপনার নিন্দা করেছি, না আমার স্বামীর নিন্দা করেছি? আমার অদৃষ্ট, ভাল মন্দ সবই আমার অদৃষ্ট! আমার অদৃষ্টের জন্য কি আর একজন দায়ী হ'তে পারে? কাহারও দোষ নয় বাবা, আমারই কপালের দোষ।

ধনপতি। মা, ভাবিস না, ভগবানকে ডাক, তিনিই মুখ তুলে চাইবেন। তোর মত লক্ষ্মী মেয়ে অসুখী হতে পারে না, তুমি আমার অন্নপূর্ণা মা! আমার মন বল্‌ছে, আমি তোর সব শুভ লক্ষণ দেখছি, ভাবিস্ না মা, ভাবিস্ না, জামাই ভাল হবে, সেরে উঠবে!

সাবিত্রী। বাবা আপনার আশীর্ব্বাদ কখনও বিফল হবে না—সে বিশ্বাস আমার আছে। আপনার আশীর্ব্বাদে আপনার জামাই সেরে উঠবেন, কিন্তু—

ধনপতি। সে ভাবনা তুই ভাবিস্ না, জামাই এবার আমার শিব তুল্য হবে।

সাবিত্রী। (গলবস্ত্র হইয়া ধনপতির পায়ের ধূলা লইল) আপনার আশীর্ব্বাদ কখনও বিফল হবে না। যথার্থই আমি শিব পূজা করে-ছিলুম! স্বামী আমার, আমারই থাকবে, আমি তাঁ'কে আমারই মত করে নেব, এ অধিকার আমার, আর কারো নয়। হিন্দু নারী আমি, স্বামী আমারই, আমি তাঁরই, এ বিশ্বাস আমার আছে। সতীর একমাত্র পতিই তা'র গতি।

(মিঃ সেন্ কড়া নাড়িয়া ডাকিল)

মিঃ সেন্। ধনপতি বাবু বাড়ী আছেন কি?

ধনপতি। ছাখ তো মা কে ডাকছে, দরোজা খুলে দিয়ে আয়। (সাবিত্রীর তথা করণ)

(বাঙ্গালী স্বদেশী পোষাকে গান্ধী টুপি মাথায় যতীশের প্রবেশ ও অবাক হইয়া ধনপতির দিকে ও সাবিত্রীর দিকে অবলোকন)

মিঃ সেন্। মহাশয়, আপনারই নাম ধনপতি বাবু?

ধনপতি। হ্যাঁ বাবা, আমারই নাম ধনপতি, তবে বাবু টাবু নই। তুমি কে বাবা?

মিঃ সেন্। (ধনপতির পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল) আমার নাম যতীশ চন্দ্র সেন্, আমার পিতার নাম ৺ বৃন্দাবন চন্দ্র সেন্।

[সাবিত্রীর গৃহ মধ্যে গমন।

ধনপতি। বটে, তুমি আমার বন্ধু পুত্র যতীশ! এস বাবা এস. তোমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলুম। আহা সেই মুখ, বাপের মুখটী একে-বারে বসান! তোমার পিতা মারা যাওয়ার পরে আর তোমার তেমন কোন খবর পাই নাই। শুনেছিলুম, তুমি বিলেতে গিয়েছ। সেখান থেকে তুমি কিছু পাশ টাস্ —

মিঃ সেন্। আজ্ঞে, এ পাশ আর ও পাশ করে অকাল কুষ্মাণ্ড হ'য়ে এসেছি!

ধনপতি। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে কি আর বলে যে আমি এত বড়, তত বড়। যা'র টাকা আছে, ধনী, সে কি আর তা প্রকাশ করে বাবা। তা বেশ বেশ, বিবাহ করেছ কি বাবা?

মিঃ সেন্। (স্বগত) বিবাহ! হায়, সে কি আর এ জগতে আছে! আর যদিও থাকে তবে কোন্ লজ্জায় এ মুখ দেখাব? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে না, আমার মত অকাল কুষ্মাণ্ডের হাতে মেয়ে কে দেবে? বরং গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলে দিবে তা'ও ভাল।

ধনপতি। তোমার পিতার বিষয় সম্পত্তি কি হ'ল বাবা?

মিঃ সেন্। আজ্ঞে, সাহেব সেজে আর Race খেলে তার সদ্ব্যবহার করেছি, এখন পথের ভিখারী! (স্বগত) হায়রে রেস্!

(ঔষধের শিশি ও গ্লাস হাতে সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। বাবা, এই mixtureটা এখন দোব কি?

ধনপতি। মা, বাবাজী এখন কেমন আছে?

সাবিত্রী। আজ যন্ত্রণা অনেক কম, তবে Bandage এখনো খোলা হয়নি।

ধনপতি। হ্যাঁ মা, এই ঔষধটাই এখন দেও। একে চিনিস মা? এযে যতীশ—আমার বন্ধু বৃন্দাবনের ছেলে, বিলেত থেকে পাশ করে এসেছে। বৃন্দাবন যে আমাদের কত আপনার ছিল, আর তার সম্বন্ধে কত দিন কত কথা যে তোকে গল্প করেছি মা! সে বৃন্দাবন আজ কোথায়, আর তার ছেলে আজ কত বড় হয়েছে! আচ্ছা মা, শ্বেতার সঙ্গে যতীশের বিয়ে দিলে হয় না?

সাবিত্রী। বেশ তো বাবা, তবে পছন্দ হবে কি? আমার সই যে কালো!

[গৃহ মধ্যে গমন।

মিঃ সেন্। হ্যাঁ কাকাবাবু, অসুখ কা'র, কি হয়েছে?

ধনপতি। আমার জামাতা বাবাজীর। এই পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে

বাবা! আমার আর তো কেউ নাই, এই মেয়েটীকে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই রেখেছি। তুমি যখন এসেছ তখন তোমায় এখন কিছু দিন ছাড়ব না। জামাইটীকে একটু দেখে শুনে ভাল করে দাও, আমি তা'কে তোমারই হাতে দেব, তুমি তা'কে শিখিয়ে পড়িয়ে নিও। তুমিও অন্যত্র কেন থাকবে, এই খানেই থাক না। আর শ্বেতাকে যদি তোমার পছন্দ হয় তবে তা'কে বিয়েই কর না? একবার দেখবে? আচ্ছা আমি তাঁ'কে ডেকে পাঠাচ্ছি। সাবিত্রী, একবার শ্বেতাকে পাঠিয়ে দেনা মা!

সাবিত্রী। (গৃহ মধ্য হইতে) যাচ্ছে বাবা!

(শ্বেতাঙ্গিনীর পুন প্রবেশ)

ধনপতি। (শ্বেতার হাত ধরিয়া) এই আমার আর একটি মেয়ে। কালো হোক্ বাবা, স্বভাবটী বড় সুন্দর।

মিঃ সেন্। (স্বগত) স্বভাব, স্বভাব! (প্রকাশ্যে) আপনি আমার পিতার বন্ধু, অতএব পিতৃতুল্য, আপনার একটি দৃষ্টান্তেই এ লম্পটের চোখ ফুটেছে. জানবেন, অকালকুষ্মাণ্ড আজ মানুষ হয়েছে।

(বিদ্যাপতি সাবিত্রীর কাঁধে ভর করিয়া লাঠি সাহায্যে প্রবেশ)

বিদ্যা। সাবিত্রী. ধর, আমায় শক্ত করে ধর। আজ আমারও দেহে ভীম শক্তির সঞ্চয় হয়েছে সাবিত্রী—তোমার সতীত্ব গুণে, তোমার স্বামী সেবায়। আমিও আর লম্পট নই, অকালকুষ্মাণ্ড নই। চোখ ফুটেছে সাবিত্রী, চোখ্ ফুটেছে! আমি সব শুনেছি, সব দেখেছি। যদি যতীশ বাবুর মত লম্পট মানুষ হয়, আমি কি সাবিত্রী রাণীর

স্বামী হয়েও অকালকুষ্মাণ্ডই থাকব ? (ধনপতির পায়ে পড়িয়া) বাবা, আমায় ক্ষমা করুন, আর আমি অন্যায় করব না।

ধন। (ধরিয়া উঠাইয়া) না বাবা, তুমি কি অন্যায় করেছ, কিছুই না। আশীর্ব্বাদ করি তুমি ভাল হও। আমার সাবিত্রী সাবিত্রী সমান হোক্।

বিদ্যা। (যতীশের দিকে লক্ষ্য ক'রে) তোমার এ দশা কেন ভাই ?

মিঃ সেন্। আর লজ্জা দিও না, সবইতো বুঝতে পাচ্ছ। এখন এসো দু'ভায়ে এক ঘর বেঁধে, ভগবানের নামে শাপথ ক'রে সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করি। আমরাও দশজনের একজন হই—মানুষ হই।

বিদ্যা। (বুকে ধরিয়া) অতীতের ঘটনা বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষেপ ক'রে এস ভাই সংসারে মানুষ বলে পরিচয় দিই।

ধনপতি। (বিদ্যার হাতে সাবিত্রী, শ্বেতাঙ্গিনীর হাতে যতীশকে দিয়ে) আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। তোদের মেয়ে হ'লে আমিও এক চাল চেলে নোব, তখন দেখবি মা হওয়া কি মজা। (যতীশের ও বিদ্যাপতির প্রতি) বাবাজী, হিঁদুর চাল বেচাল করো না, পুরোণোর আদর আছে, নূতন চালে বেজায় নাকাল হবে। (সকলের প্রতি) গৌরী দান প্রভৃতি প্রাচীন শুভ বিবাহ ক্রিয়া, সন্তানদের প্রাচীন প্রথামত চাল চলন শিক্ষা, সমাজের রীতি নীতি রক্ষা ক'রে চলা হিঁদুর একান্ত কর্ত্তব্য। গান্ধারী অকালে কুষ্মাণ্ডের আকার বিশিষ্ট একটী মাংস পিণ্ড প্রসব করেছিলেন, তাতে দুর্য্যোধন প্রভৃতির জন্ম হয়েছিল এবং সেই সকল সন্তান হ'তেই কুরুকুল বিনষ্ট হয় !

বিদ্যা। আপনি অশীর্ব্বাদ করুন এই কুষ্মাণ্ড দ্বয় যেন মানুষ হয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ধনপতির প্রাসাদ

(সময়—সকালবেলা, রবিবার, দরোজায় ভিক্ষুকগণ কোলাহল করিতেছে। দরোয়ান সকলকে ভিক্ষা দিতেছে। লাঠি সাহায্যে শান্তি অন্ধ ও কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্থা মিস্ ডোভীকে সঙ্গে করিয়া ভিক্ষার্থে বাহির হইয়াছে।)

শান্তি। ভাই, চলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়?

মিস্ ডোভী। আমার কষ্টের জন্য তুমি মিছে ভাবছ। আমার এখন মরণ হ'লেই ভাল। কিন্তু তোমার কষ্ট যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না ভাই? তুমি আমার কে, কেন এত দুঃখ পাচ্ছ আমার জন্য? আমি তোমার কি করতে পারি? তুমি না দেখলে হয়তো এতদিন পচে গলে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে যেতুম, কেউ আমার খোঁজ ও করত না।

শান্তি। ভাই, মরণ হোক্ বল্লেইতো মরণ হয় না। কর্ম্মভোগ। কর্ম্ম-ভোগ শেষ না হলে মৃত্যু হবে কেন? কর্ম্ম করে যাও, ফলাফল ভগবানের হাতে!

মিস্ ডোভী। (চলিতে চলিতে হঠাৎ পড়িয়া গেল) ভাই শান্তি, আমার মাথাটা যেন ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছি! (পতন)

শান্তি। (ধরিয়া উঠাইয়া বসাইল) বড্ড লেগেছে, নয়? একটু বিশ্রাম কর, শরীর বড়ই দুর্ব্বল কিনা।

মিস্ ডোভী। ভাই, কি হল বুঝতে পাচ্ছি না। বড্ড পিপাসা পেয়েছে। ব্যথা তেমন কিছু পাইনি। মাথা ঘুরে গিয়ে পড়ে গেলাম।

শান্তি। তবে আস্তে আস্তে চল ঐ গাড়ীবারান্দাওয়ালা বাড়ীতে যাই। সেখানে ভিক্ষা ও পাব, তোমার জল খাওয়া ও হবে। আজ আর কোথা ও যাব না। ঘরে মোটেই চা'ল ছিল না, বিশেষ আজ রবিবার তাই বেরিয়েছিলাম।

মিস্ ডোভী। তাই চল ভাই। (উভয়ে পূর্ব্ববৎ গমন এবং শান্তির গীত)

শান্তি। যেখানে যা' সাজে, এ বিশ্বজগতে, কেমন সাজায়ে তুমি রেখেছ.
কি দিব তুলনা, জগতে মিলে না, সৃষ্টি স্থিতি লয় তুমিই করেছ।
ক্ষুধিতের অন্ন,পিপাসায় বারি, গ্রীষ্মে শীতলতা, শীতের উষ্ণতা,
বরিষার মেঘে দানি বারি ধারা, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র তুমিই করেছ।
অন্ধের দিব্যদৃষ্টি, পঙ্গুর ভ্রমণ, মূকের বাক্যালাপ, বধিরের শ্রবণ,
অশ্রু দিয়েছ ত'াদের নয়নে যেমন, অধরে হাসিটী তেমনি ফুটায়েছ।
দারাপুত্র দিয়েছ করিতে পালন, সুখ দুঃখ দিয়েছ করিতে বহন,
এ সংসার তোমার, তুমিই সংসার, এ সং তুমিই সাজায়েছ।

(গান করিতে করিতে উভয়ের দরোজার নিকট আগমন। গান শুনিয়া বাড়ীর মেয়েরা উভয়কে ঘিরিয়া বসিল। সাবিত্রী ও শ্বেতাঙ্গিনী উভয়ের পাশে বসিল। নিচের ঘরে বসিয়া মিঃ সেন্ খবরের কাগজ পড়িতেছে)

সাবিত্রী। আহা কি সুন্দর গান, কি মিষ্টি গলা! আর একখানা গাও বাছা।

শান্তি। মা, আমার বোনটীকে একটু জল দিবেন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

(সাবিত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল)

শ্বেতা। হ্যা ভাই, তোমরা দু'বোন বুঝি ?

শান্তি। বোন ও বটে, এক পথের যাত্রী ও বটে।

শ্বেতা। আহা, তোমাদেরতো বড় কষ্ট ! তোমাদের কি আর কেউ নেই ?

শান্তি। ভগবান আছেন, আর আপনারা পাঁচজন আছেন। আশীর্ব্বাদ করুন—আপনাদের খেয়েই যেন যেতে পারি।

(মিষ্টি ও জল পাত্র লইয়া সাবিত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

সাবিত্রী। এই নাও বাছা, মিষ্টি খেয়ে জল খাও।

মিস্ ডোভী। মিষ্টি ! মা, মিষ্টি কথার চেয়ে আর কি মিষ্টি আছে মা ? আপনি আমার মুখে জল ঢেলে দিন, আমি পাত্র ছোঁব না—আমি পতিতা, নীচজাতি ! (কান্না)

সাবিত্রী। ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। জীব কখনো পতিত বা নীচ হয় না। কারণ ভগবান সর্ব্বজীবে বিরাজিত। জীব পতিত হ'লে ভগবান ও যে পতিত হবেন। ভগবান নিজেই বলেছেন—পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।

মিস্ ডোভী। মা, আমার সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়ান, দেহ দুর্গন্ধময়, আমার ছায়া মাড়ালে ও মহাপাপ ! মা, আমি যে কী বলতে পাচ্ছি না—রাক্ষসি, রাক্ষসি ! (কান্না) তবে এ ভরসা আছে, সতীর অঙ্গস্পর্শে আমার মত পাপী ও উদ্ধার হবে।

সাবিত্রী। কেন বৃথা অনুতাপ কচ্ছ। এই নাও, মিষ্টি খেয়ে জল খাও। তুমি অতিথি নারায়ণ। নারায়ণ পূজ করা হিন্দুর প্রধান কর্ত্তব্য। তুমি যেই হও, জল খাও।

মিস্ ডোভী। (জল পানান্তে) মা! কি আশীর্ব্বাদ করব. কায়-মনোবাক্যে ভগবানকে জানাচ্ছি—আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হোক, চিরসুখী হ'য়ে স্বামী পুত্র নিয়ে যেন কাল কাটাতে পারেন।

শ্বেতা। তোমার এ অবস্থা কি করে হ'ল? বলতে কি আপত্তি আছে?

মিস্ ডোভী। আপত্তি আর কি। পাপের পরিণাম! এ সংসারে দু'টী পথ আছে—পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, কু সু. যে পথে ইচ্ছা যেতে পারা যায়। স্বর্গ ও নরকের বিচার এখানেই হয় মা!

শ্বেতা। তা জানি, কিন্তু তুমি এমন কি মহাপাপ করেছ?

মিস্ ডোভী। আমার মত পাপী বোধ হয় দুনিয়ায় আর দু'টী নেই। কুলিন ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছিলুম, বিবাহ ও ভাল ঘরে হয়েছিল। তার পর যৌবনের উন্মত্ততায় দিশেহারা হ'য়ে দেবতুল্য স্বামী ত্যাগ ক'রে এক লম্পটের প্রলোভন ফাঁদে পড়ে নারীর সর্ব্বস্বধন সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়েছি! (কান্না) আর বলব না, আর শুন্‌বেন না,—এ পাপ কথা স্বপ্নেও আন্‌বেন না।

সাবিত্রী। মা, অনুতাপই তোমার প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম্মের অধীন আমরা, কর্ম্মছাড়া ত পথ নেই।

মিস্ ডোভী। কর্ম্ম! মা, এমন কর্ম্মও মানুষে করে! (কপালে করাঘাত)

শ্বেতা। তারপর কি হ'ল বল?

মিস্ ডোভী। তারপর! আর কি হ'বে? কুপথগামিনীর যা হ'য়ে থাকে—যত কিছু হীন কাজ সবই করেছি। পয়সা উপায়ও করেছি যথেষ্ট। কিন্তু পাপের পয়সা মা, পাপের পয়সা! বিষধর সাপের মত এক লম্পট আমায় দংশন ক'রে পথের ভিখারী ক'রে দিয়েছে! আমি? আমি মণিহারা ফণির ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটি ভদ্রলোকের কাছে ছিলুম, তিনি আমার নীচ প্রবৃত্তি দেখে আর আমার গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে, শেষে আমায় ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি এই ব'লে গেলেন—যদি মানুষ হ'তে পারি, এ মুখ দেখাব, নচেৎ নয়।

শ্বেতা। তুমি আর তাঁর খোঁজ করলে না কেন?

মিস্ ডোভী। না মা, তিনি আর ফিরবেন না, তাঁর যে বিবেক এসেছিল, ঘৃণা হয়েছিল আমার প্রতি। তাছাড়া, আমি আর কি ক'রে খুঁজব তাঁকে? সেই লম্পট আমায় অজ্ঞান করে সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। বাড়ীর লোকেরা আমাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় একমাস পর ফিরে এসে দেখি—ঘর শূন্য, কিছুই নাই! সেই থেকেই আমার শরীর ভেঙ্গে পড়ে। বন্ধু-বান্ধব তখন আর কেউ ছিল না, আর অসময়ে বন্ধু-বান্ধব থাকেও না। রূপ যৌবন এইখানেই আমার শেষ হ'ল! তখন পোড়া পেট চালাই কি ক'রে? ঘরে সামান্য যা কিছু ছিল, বেচে কোন রকমে দিনকতক চলেছিল। ঘর ভাড়া বাকী পড়েছে, বাড়ীওয়ালা নোটীশ দিয়ে তুলে দিলে। আশা ছিল—মেয়ে পড়িয়ে বা ঝি-বৃত্তি করে বাকী কয়টা দিন কাটিয়ে দিব। কিন্তু

মা, বিপদ ত একা আসে না! দু'দিন যেতে না যেতেই মায়ের অনুগ্রহ হ'য়ে চক্ষু দু'টী নষ্ট হয়। ক্রমে কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত দেখা দিলে! ধর্ম্মই সূক্ষ্ম বিচারক। এ পাপ দেহ আর বইতে পাচ্ছি না মা,—যমরাজ এখন আমাকে নিলেই বাঁচি। (হঁপাইতে লাগিল)

শ্বেতা। তা হ'লে তোমরা মায়ের পেটের বোন্ নও?

মিস্ ডোভী। মা, মায়ের পেটে সবাই হয়, তবে শান্তি আমার শান্তি দেবী! শান্তি না থাকলে আরও যে কত দুর্গতি হতো তা বলতে পারি না। শান্তি আমার সতী লক্ষ্মী, দেবী।

শান্তি। ভাই, পরোপকার মহাব্রত। আমি সেই ব্রত অনুযায়ী তোমায় দেখ্ছি মাত্র, তাও কর্ত্তব্যের অধিক নয়। তুমি যতই পাপী হও, ভগবানকে কায়মনোপ্রাণে দুঃখ জানালে তিনি শান্তি দিবেন—তিনি যে বিপদবারণ মধুসূদন, মঙ্গলময়! অনুতাপ করতে করতে তাপিত প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে, ভগবানে বিশ্বাস হ'বে, তাঁ'কে ডাকার মত ডাকতেও পারবে।

সাবিত্রী। বাঃ বাঃ, চমৎকার উপদেশ, ধন্য তোমার ব্রত সাধনা, ধন্য তোমার স্বামী সেবা!

শ্বেতা। তোমাদের দেশ কোথায় ভাই, তোমার স্বামী কি করেন, তুমি ভিক্ষা কর কেন?

শান্তি। ভিক্ষা করি কেন—পেটের জ্বালায়! বেঁচে থাকতে ত হ'বে, পোড়া পেটেও কিছু দিতে হ'বে। ভগবান যে ভাবে রাখেন তাতেই সুখী, কারণ তাঁ'র তো কোন দোষ নেই—দোষ আমার পোড়া কপালের। যদি তা না হ'বে তবে রূপগুণ সম্পন্ন দেবতুল্য স্বামী

পেয়েও তাঁর সেবায় বঞ্চিত হব কেন? আমি দরিদ্র পিতা মাতার সন্তান। বোধ হয় আমার রূপগুণের দোহাই দিয়েই আমার পিতা-মাতা আমাকে বড় ঘরে কন্যাদান করেছিলেন। স্বামীর ঘর বোধ হয় পাঁচ সাতদিন মাত্র করেছিলুম। সে আজ প্রায় বার বৎসরের কথা।

শ্বেতা। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

শান্তি। মহেশপুর।

সাবিত্রী। সেখানে তোমার কে কে আছেন?

শান্তি। মা, সেখানে যদি কেউ থাকবেই তবে এমনি করে রাস্তায় বেরুব কেন? স্বামীর ভিটে-মাটী কামড়ে পড়ে থাকতুম। বাপ মাকে ত আগেই খেয়েছি। আমারও কঠিন ব্যারাম হ'য়ে এই অঙ্গটী পড়ে যায়। বাপের সংসারেও আমার আপনার লোক কেহ ছিল না। দূর সম্পকীয়া একজন পিসীমা ছিলেন, তিনিই আমাকে এখানে নিয়ে আসেন।

শ্বেতা। তোমার অসুখের সময় তোমার স্বামী তোমাকে দেখ্‌তে এসেছিলেন ত?

শান্তি। শুনেছি তিনি এসেছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করেন নাই।

সাবিত্রী। তাঁর খবর তুমি কিছু জান কি?

শান্তি। তাঁর খোঁজ নিতেই আমার পিসীমা আমাকে এখানে এনেছিলেন, কিন্তু কে খোঁজ করবে? পিসীমাও কিছুদিন পরেই মারা গেলেন। তবে আমি বাপের বাড়ীতেই শুনেছিলুম—আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার পরেই তিনি উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেন।

শেষ যা' কিছু ছিল বেচে দিয়ে বিলেতে চলে যান। কিন্তু তিনি এখন কোথায়, কেমন আছেন বা কি কচ্ছেন কিছুই জানি না। তবে এই কথা খুব জোর করে বলতে পারি—তিনি জীবিত। তিনিই আমার চিরসাথী।

সাবিত্রী। সতী লক্ষ্মী তুমি, আহা ভগবান তাই করুন, তোমার স্বামী জীবিত থাকুন, তোমায় গ্রহণ করুন।

শ্বেতা। তোমার স্বামীকে দেখলে এখন তুমি চিনতে পারবে ?

শান্তি। স্বামী! নিশ্চয় চিনতে পারব। স্বামীকে চিনব না? তবে এ চোখ দু'টি ভগবান দিয়েছেন কি করতে? যুগযুগান্তর চলে গেলেও কেউ কখন স্বামীর মুখ ভুলতে পারে? স্বামী স্ত্রী এক অঙ্গ, এক ধর্ম্ম, এক আত্মা, এই হ'ল আমাদের হিন্দুর সতী নারীর কথা। চন্দ্র সূর্য্যের যেমন রশ্মির সঙ্গে সম্বন্ধ কেউ কারো ছাড়া নয়, আমাদের স্বামী স্ত্রীরও সেই সম্বন্ধ—এই আমাদের বিবাহ বন্ধনের মন্ত্রশক্তির প্রভাব!

মিস্ ডোভী: ভাই শান্তি, মহাপাপিনী আমি—আমার দশা কি হবে, আমার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হ'বে? সতী অঙ্গস্পর্শে মহাপাপী ও উদ্ধার হয়। তোমরা সবাই মিলে আমার মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে তোমাদের পায়ের ধূলো মাখিয়ে দেও, আমি পাপমুক্ত হ'য়ে শান্তি ধামে যাই। দেও ভাই দেও, সবাই মিলে দয়া করে আমায় মুক্তি দেও। আর যে যন্ত্রণা সহ্য করতে পাচ্ছি না। (কান্না ও হাঁপান)

সাবিত্রী। ভাই, বৃথা শোক করোনা, ভগবানকে ডাক, তিনিই মুক্তি দিবেন।

শ্বেতা। আহা, কি অনুতাপ! ভাই, অনুপ্রাণিত হ'য়ে একবার ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকলেই তিনি শান্তি দিবেন—তিনি যে পতিতপাবন। পতিতকে উদ্ধার করেন বলেইতো তিনি পতিতপাবন।

(সকলে মিলিয়া ডোভীকে শুশ্রূষা করিতে লাগিল ও পাখার বাতাস করিতে লাগিল)

গীত

শান্তি। যদি শরণ নিতে পারি রাঙ্গা পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে কলঙ্ক কোথায় পলায়॥
নাম কলঙ্ক ভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তাঁর করুণায়॥
যে করুণা যাচে, আসেন তাঁর কাছে
অভয় চরণ তার তরে আছে;
ডাক পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের মহিমায়॥

মিস্ ডোভী। হাঁ হাঁ—তিনি পতিতপাবন—কিন্তু আমি যে বড়ই পতিতা! ভাই শান্তি, তোমার মুখে হরিনাম তোমার মুখে সতীর সতীত্ব কাহিনী শুনতে আমার বড়ই আনন্দ হয়। মনে হয়, আমি আর এ রাজ্যে নেই—কোন অজানা অচেনা দেশে চলে গেছি!

শ্বেতা। স্বামীর জন্য তোমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে মনে হয়?

শান্তি। স্ত্রীজাতির স্বামী ভিন্ন যেন অন্য গতি নাই। আমার প্রাণের ব্যথা, দুঃখের বোঝা, কেউ অনুভব করতে পারবে না—যে কখনও স্বামী হারায় নাই।

সাবিত্রী। তোমাদের জাতকুটুম্ব, জ্ঞাতি, বা সামাজের কেউ সাহায্য করলে না?

শান্তি। সাহায্য! জাতকুটুম্ব! জ্ঞাতি, সমাজ! সমাজে যদি মানুষ থাকত, আর তা'দের যদি চোখ থাকতো, তবে দেশের বিশেষ হিন্দু-নারীর এ দুরবস্থা হবে কেন মা? তার উপর আমার এ অবস্থায় কে সাহায্য করবে, কে এই ভার বোঝা বইবে মা?

শ্বেতা। সত্যই সমাজ অন্ধ! আচ্ছা, তোমার স্বামীর নাম মনে আছে?

শান্তি। নাম! স্বামীর নাম! তা আবার মনে থাকবে না? এইতো হ'ল আমাদের জপের মালা—ইষ্টমন্ত্র! আমার হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবতার নাম—শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র সেন্।

মিস্ ডোভী। (চমকিত হইয়া) ভগবান, আমায় রক্ষা কর! (ঢলিয়া পড়ল এবং সাবিত্রী কোলে বসিয়া বসিল। শ্বেতা বাতাস করিতে লাগিল)

শান্তি। একি ভাই, আমার স্বামীর নাম শুনে তুমি এমন হ'য়ে গেলে কেন?

সাবিত্রী। বোধ হয়, এর স্বামীর নাম ও এই ছিল।

শ্বেতা। স্বামীর নাম! যতীশচন্দ্র সেন্ কে? মহেশপুর কোথায়?

(মিঃ সেন্ খবরের কাগজ হস্তে প্রবেশ)

মিঃ সেন্। একি, তোমরা এখানে কি সব গোলমাল কচ্ছ? (স্বগত) একি! এ কা'রা? (প্রকাশ্যে) যাও, তোমরা সব বাড়ীর ভিতর যাও, দরোয়ান, এদের ভিক্ষা দিয়ে দেও।

শান্তি। (স্বগত) সেইরূপ, সেই স্বর! ভগবান, যদি দুঃখিনীর প্রতি দয়া হ'য়ে থাকে তবে একবার পরিচয় ক'রে দেও প্রভু।

মিস্ ডোভী। জল, জল—একটু জল?

শ্বেতা। আমিই এনে দিচ্ছি। (গৃহ মধ্যে গমন করিল এবং পুনরায় জল লইয়া প্রবেশ করিল)

মিঃ সেন্। এ স্ত্রীলোকটীর অসুখ বুঝি?

সাবিত্রী। অসুখ তো আছেই, তাতে গরিব দুঃখী—ভিখারি!

মিঃ সেন্। এরা কোথায় থাকে, এর—এর—এর নাম কি?

শান্তি। (স্বগত) ভিখারীর আবার ঘরবাড়ী, ভিখারীর আবার নাম! (প্রকাশ্যে) আমার ভগ্নীর নাম—কাদম্বিনী দেবী।

মিঃ সেন্। কাদম্বিনী? Miss Dowvi! হায় অভাগিনী, শেষে তোমার এই দশা হ'ল!

(শ্বেতাঙ্গিনী কর্ত্তৃক মিস্ ডোভীর মুখে জল প্রদান)

মিস্ ডোভী। আঃ কি শান্তি, কি সুখ! তুমিই ধন্য শান্তি, তোমার ব্রত সাধনা ও সার্থক। যতীশ তোমার স্বামী। স্বামী সুখে তুমি চির সুখী হও। (মৃত্যু)

মিঃ সেন্। এ কি শান্তি! (বাহু বেষ্টন পূর্ব্বক ধারণ)

শান্তি। সার্থক আমার সীতের সিন্দুর, সার্থক আমার হাতের নোয়া!

যবনিকা

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

সতীরমন্দির	...	১৲	(সামাজিক নাটক)
স্ত্রীর অধিকার (২য় সং)		১৲	উপন্যাস
গুরুদক্ষিণা		॥৹	উপন্যাস
সায়েস্তা খাঁ বা বঙ্গে মগ	...	ঐতিহাসিক নাটক	(যন্ত্রস্থ)
গুহক (চণ্ডাল রাজ)	...	পৌরাণিক নাটক	(যন্ত্রস্থ)
পরব্রহ্ম	...	আধ্যাত্মিক নাটক	(যন্ত্রস্থ)
যুগল মিলন (হোলী)	...	পৌরাণিক নাটক	(যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস লাইব্রেরী।
২০৩।১ ১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।